

অমরনাথ বাজার পত্রিকা

মূল্য:—অগ্রিম বার্ষিক ৮০, ডাক মাসুল ১০ বাখানিক পূর্বে ডাক মাসুল ৬০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাসুল ১০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০০, ডাক মাসুল ১০০ টাকা। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য:—প্রতি পংক্তি, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ১০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৫ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ১০ আনা।

৫ম ভাগ

কলিকাতা:— ২৩শে মার্চ শুক্রবার, সন ১২৮১ সাল



১৯১০ ফেব্রুয়ারি ১৮-১৯ খৃঃ স।

৫২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞানসৌন্দর্য উপক্রমণিকা মূল্য ১

ইহাতে পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতি পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রের সুন্দর মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

নীলাবতী [অক্ষ পুস্তক] ১০

আর্থাচারিত প্রথমভাগ ১০

ইহাতে বাসুদেব, ব্যাস, কালিদাস, শাক্যমিহির, শঙ্করাদিগণের জীবন চরিত্র বিবৃত হইয়াছে।

শিশুবিজ্ঞান প্রথমভাগ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত পদার্থ-বিদ্যা ১০।

কলিকাতা সংস্কৃত মন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিংলাইব্রেরি ও ব্রহ্মচর্যের গৌরিনন্দ সড়ক বিদ্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীবিবেকানন্দ পণ্ডে।

মায়া কানন।

মাইকেল মধু সূদন দত্ত প্রণীত।

মূল্য ১০ ডাক মাসুল ১০ আনা।

কলিকাতা শোভা বাজার অপর চিংপুর রোড স্থিত ২৮৩। ২৮৪ নং এম, সি, পাল এণ্ড কোম্পানির ইউনিবার্শাল বুক স্টোর হইতে নামক ওষধালয়ে ও অর্পণপত্র সম্বন্ধিত পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দমান

প্রদেয়াধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্বেদোক্ত ওষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিংপুর রোড ফোর্জনারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ওষধালয়ে আয়ুর্বেদ অর্থাৎ বা-

দলা মতের সর্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, যুত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্বপ্রকার প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমুত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিরম পুষ্কক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমুত্র এবং দৌরলা, হস্ত পদাদির জ্বালা ও দস্তিফের হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্বপ্রকার সূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিশ্চেষ্ট আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কোটা ৫ টাকা

মত ১ শিশি এক পোয়া ৪ টাকা

তৈল ১ ঔ ৪ টাকা

প্যাকিং ও ডাকমাসুল ২ টাকা

কুস্তল রুম্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর কেশ অকারণ পুরুতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্টতা বর্ধিত ও শোভামূলক হয় এবং মস্তক ঘর্ষণ ভ্রুটি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তক মধুমেহ প্রভৃতি

চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি স্নোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ডাকমাসুল ১০ আনা দস্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্বপ্রকার দস্ত রোগ রোগ্য, দস্তমূল দৃঢ়, মুত্রের দুর্গন্ধ দূর এবং দস্ত উত্তম শুভ্র হয়।

কোটা ১০ ডাকমাসুল ১০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দীর্ঘ মুখ মণ্ডলের বিরূত চিহ্ন (অর্থাৎ মেমো) ও ত্রুণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং জ্বলি, ঘানা-চি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সঙ্গ গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৬০ ডাকমাসুল ১০ আনা

শ্রীবিবেকানন্দ লাল সেন ঔষধ কবিরাজ কর্মাধ্যক।

READY FOR SALE

HELPS

To

ENGLISH COMPOSITION

THIRD EDITION THOROUGHLY REVISED AND ENLARGED

Price 12 As.

BY THE SAME AUTHOR ELEMENTARY LESSONS

ON

ENGLISH COMPOSITION

PREPARED ON DR. ARNOLD'S PLAN FOR THE JUNIOR CLASSES OF SCHOOLS

Price 6 As.

J. C. BANERJEE

55 COLLEGE STREET, CANNING LIBRARY

IN THE PRESS AND WILL BE SHORTLY OUT.

HISTORY AND ADMINISTRATION OF THE POST OFFICE OF INDIA

Published under the distinguished patronage of the Post Master General of Bengal

PRICE TO SUBSCRIBERS ONE RUPEE.

Apply to J. C. Banerjee, 55 College Street, Canning Library, Calcutta.

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অর্শ এক কালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১১০ টাকামায় ডাক মাসুল টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১১০ টাকা মায় ডাকমাসুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাড়াড়ী নিকট পাওয়া যাইবে

বঙ্গ যবন।

মূল্য ১/৮ আনা। ডাক মাসুল ১০ আনা সত্তরেই প্রকাশিত হইবে। এহণেছক মহৌষধগণ

লগ্নে শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিখ্যাত নিকট অথবা অমরনাথ বাজার পত্রিকা প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী।

D. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাষক বেদনার মহৌষধ

এই ঔষধ একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সস্তানোৎপাদিত ব্যাধাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার জুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর স্ট্রিট ৭১ নং ভবনে পাওয়া যায়। মূল্য ৩০।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা ডাকমাসুল ১০ আনা। কলিকাতা স্ট্যানহোপ প্রেস ও পটলডাঙ্গার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা-শে)

নূতন পুস্তক।

| নাম | মূল্য | মাসুল |
|-------------------|-------|-------|
| হরিশ্চন্দ্র নাটক | ১ | ১০ |
| মনোমোহন বহুরূত | ১ | ১০ |
| নাগ শ্রমের অভিনয় | ১ | ১০ |
| কৈডেলরুত প্রহসন | ১ | ১০ |

প্রথমোক্ত পুস্তক বহুজাজের গীত্র অভিনীত হইবে। অন্যকর্তৃক ইহার অভিনয় গ্রন্থকর্তার অনুমতি সাপেক্ষ এবং এই দুই পুস্তক পিউলিয়ার ৩০ নং করনওয়ালিস স্ট্রিট মহাশয় বহুরূত এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রবন্ধাবলী।

লর্ড বেচনের প্রেসস হইতে অনুবাদিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা, ভবানীপুর ১নং পিপুল পটী লেন, সাপ্তাহিক সন্বাদ যন্ত্রে মূল্য প্রেরণ করিলে পাওয়া যাইবে।

মূল্য ১০/০ ডাক মাসুল ১০।

শ্রীব্রজ মাধব বসু।

বঙ্গ বিজেতা।

মড্রোইট আকবরের সাময়িক ইতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা। কলিকাতা বহুজাজের স্ট্রিট ২৪২ নং ভবনে স্ট্যান হোপ যন্ত্রে শ্রীদেবর চন্দ্র বসু কোং নিকট পাওয়া যায়।

প্রামদ্রকবি শ্রীযুক্ত বাবুহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত।

বৃত্ত সংহার। প্রথম খণ্ড।

মূল্য এক টাকা ডাক মাসুল ১০। ৫৫ নং কালেক্জ স্ট্রিট কলিকাতা, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির নিকটে পাওয়া যাইবে।

শরৎ-সম্বোধন।

নাটক।

নূতন ভারত যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নিম্ন স্বাক্ষরামার গালি (পটলডাঙ্গা) ১৭ সংখ্যক ভবনে এবং বাধা বাজার ১০৫ নং চন্দ্রমোহন সুরের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য

মাঝে মাঝে পড়িতেছে তাহার সন্দেহ নাই। পেলি বরদার রাজস্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছেন। উক্ত রাজ্যের ভূমি সকল বাহাতে সূচাক- জরিপ হয় তাহার বন্দবস্ত তিনি করিয়াছেন, সত্বরই জরিপ আরম্ভ হইবে। কোন ভূমিতে ঠারমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাহার সঠিক বিবরণ আমিনদিগের প্রেরণ করিতে হইবে। যিনি রিপোর্ট করিবেন তাহার প্রতি গুরুতর দণ্ডের অপীত হইবে। পত্রিত জমি সকল উঠিত র নিমিত্ত অল্প মূল্যে রাইয়তদিগকে দেওয়া। রেবিনিউ আফিসদিগের প্রতি এই রূপ দেওয়া হইবে যে তাহারা বাহাকে তাহাকে বৎসরের নিমিত্ত জমি সকল ইজারা দিতে যেন। পেলি সাহেব বরদা রাজ্যে এই রূপ ছল- বাধাইয়া দিয়াছেন, এবং বরদাবাদীগণ নিস্তক্কে শর্শন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চুঁ শদটীও যাইতেছে না। সকলেরই মুখে নৈরাসের চিহ্ন। স্য ব্যবসায় প্রায়ই বন্ধ। ইংরেজ সৈন্য দলে ২ ময় বরদায় তাঁরু ফেনিতেছে, আর অধিবাসীরা য়ে তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে। গাই- কোয়ার্ডের সুবর্ণ পাত মণ্ডিত সিংহাসন শূন্য পড়িয়া হইয়াছে। বরদার প্রধান ২ লোকেরা উহার চতুর্স্পার্শ্ব স্টন করিয়া উপবেশন করিয়া থাকে। তাহাদিগের র্ন বদন নিরীক্ষণ করিলে প্যামণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হই- যায়। কেহ বা মাশ্রু নরনে সিংহাসনের দিকে তা- ইয়া রহিয়াছে, কেহ বা অধোবদনে নয়ন সলীলে ঠিকা আভিষ্কৃত করিতেছে। গাইকোয়ার্ড তাহাদের তি পূর্বে যে কিছু অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা হারা সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার অপমানে তা- রা একরূপ ব্যাধিত হইয়াছে যে তাহারা এক্ষণ সর্ব্ব অন্তঃ গণের-সহিত তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে। শুদ্ধ বদাবাদীরা গাইকোয়ার্ডের ছুরবস্থায় শোকাবুল য় নাই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার জন্য রোদিন করি- তেছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পুনার প্রধান ২ ব্যক্তিগণ ইতি মধ্যে একটি সভা করিয়া লর্ড নর্থক্রকের নিকট আবেদন করেন যে, গাইকোয়ার্ডের প্রতি যেন অবিচার না হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গাইকোয়ার্ড সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট যে রাজ- সীত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের অন্যান্য স্থানে এই রূপ সভার আধিবেশন হইতেছে এবং তাহারীও এই রূপ আবেদন লর্ড নর্থক্রকের নিকট প্রেরণ করি- তেছেন। বোম্বাইয়ের প্রধান দেশীয় সংবাদ পত্র ইন্ডু- প্রকাশ বক্তনাদে গবর্নমেন্টের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালার দেশীয় সমাচার পত্র সমূহ এক স্থরে গাইকোয়ার্ডের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। লর্ড নর্থক্রকের ন্যায় প্রজারঞ্জক ও সুবিচক্ষণ শাসন কর্তা যে কেন একরূপ ভয়ে পতিত হইলেন তাহা আমরা জানি না। লর্ড মেরোর পর লর্ড নর্থক্রকে পাইয়া আমরা সকল কষ্ট বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। মিউনিপিপালিটি বিল বিবি বন্ধ হইতে না দিয়া তিনি এ দেশীয় লোকদিগকে বিশেষ সম্বলু করেন, উচ্চ শিক্ষা বিরোধী রাজনীতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি ইহা দিগের যথেষ্ট হৃতজ্ঞতা ভাজন করেন, এবং যদিও আর কোন বিশেষ উপকার আমরা লর্ড নর্থক্রকের নিকট প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু তাঁহা কর্তৃক দেশের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার নিকট চির- কৃতজ্ঞতা পশে আনন্দা ছিলাম। কিন্তু কেন যে তিনি

নর্থক্রক যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা এ দেশীয়েরা কখন ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার সদ্গুণ সমুদায় ভারতবাসীরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে, কিন্তু তাঁহার গাইকোয়ার্ডের প্রতি ব্যবহারের বিষয় যখন তাহাদের মনে হইবে তখন তাহাদের হৃদয়ে স্বতন্ত্র রূপ ভাবের উদয় হইবে। তখন তাঁহার গুণ রাশি তাহারা বিস্মৃত না হউ উদাসী। ভাবে দৃষ্টি করিতে থাকিবে এবং এক জন স্বাধীন হিন্দু রাজা তাঁহার হস্তে কি রূপ অপমান সহ্য করে ইহা স্মরণ করিয়া ব্যাধিত হুয়ে কাতরোক্তি করিতে থাকিবে। গাই- কোয়ার্ড সম্বন্ধীয় রাজনীতি অবলম্বন করবার পূর্বে সুবিজ্ঞ লর্ড নর্থক্রকের এইটী বিবেচনা করা কর্তব্য ছিল যে, ভিন্ন দেশে জেতু জাতি শত ২ সংক্রমণের দ্বারা যে কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করেন তাহা একটি সা- মান্য অত্যাচার দ্বারা ধোঁত হইয়া যায়।

আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী গাইকোয়ার্ডের বিচার হইবার কথা আছে। পেলি সাহেব বিষ প্রয়োগ ঘটনা সম্বন্ধীয় সাক্ষীগণের জবানবন্দীর নকল গাই- কোয়ার্ডকে দিয়াছেন। মকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত ৭৫ হাজার টাকা গাইকোয়ার্ডকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গাইকোয়ার্ডের বিচার লইয়া কেন বৃথা আড়ম্বর করা হইতেছে? ইহার অদৃষ্টে বাহা হইবে তাহা গবর্ন- মেন্ট জানেন আমরাও জানিয়া বসিয়া আছি। তবে আর কেন অনর্থক কতক গুলি টাকার শ্রাদ্ধ করা হয়? গাইকোয়ার্ডের আর নিস্তার নাই। নির্দোষী সপ্রমাণ হইলেও তাঁহার প্রতি কমলা আর সদয় হইবেন না। ব্যালানটাইনের নায় শত ২ বারিয়ার তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেও তিনি আর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন না। পেলি সাহেবের কার্য্য প্রণালী দেখিয়াই আমরা গাইকোয়ার্ডের অদৃষ্ট সম্বন্ধে একরূপ ভাব্যং বাণী করিতেছি। গাইকোয়ার্ড পুনরায় বরদার আধিপতি হইবেন ইহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিলেও পেলি সাহেব তাঁহার রাজ্য মধ্যে একরূপ ছলুস্থলু বাধ- ইতে সাহস করিতেন না। তিনি তাঁহার প্রধান সেনা- পতি ও অন্যান্য কর্মচারীকে জবাব দিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার স্বর্ণ কামান গুলি ব্রিটিশ রেসিডেনসিতে প্রেরণ করিয়াছেন, দেশের মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত নূতন বন্দবস্ত আরম্ভ করিয়াছেন এবং আরো কত ২ পরিবর্তন করিতেছেন। এই সকল কার্য্য দেখিলে কাহার মনে সন্দেহ থাকে যে গাই- কোয়ার্ড অব্যাহতি পাইবেন। এতদ্বির গবর্নমেন্ট ঘোষণা পত্রে এমন কথা লিখিত হয় নাই যে গাই- কোয়ার্ড নির্দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহাকে গদিতে বসিতে দেওয়া হইবে। পেলি সাহেব নিশ্চিত জানেন যে, গাইকোয়ার্ড দোষীই হউন আর নির্দো- ষীই হউন তাঁহাকে আর সিংহাসনে বসিতে হইবে না এবং গাইকোয়ার্ড পদচ্যুত হইলে বরদা রাজ্যে যে শাসন প্রণালী স্থাপিত হইবে তাহারই সূত্রপাত তিনি অগ্রে হইতে করিয়া রাখিতেছেন। মলবার রাওয়ের এখনো বিশ্বাস আছে যে তিনি খালাস পাই- বেন। পেলি সাহেবের সহিত যখনই দেখা হয় তখনই তিনি বলেন “মার পেলি, আমি নির্দোষী এবং আমি নিশ্চিত, অব্যাহতি পাইব।” কি ভ্রান্তি!

আমরা অতীত দুঃখের সহিত নিম্নস্থ শৌচনীয় ঘটনাটি সোমপ্রকাশ হইতে গ্রহণ করলাম:—

দুই সপ্তাহ অতীত হয় নাই, আমরা বাহার গুণা- নুবাদ করিয়াছিলাম, সেই অত্যাচারপ্রকৃতি বাবু রাজ- কুমার বাবু চৌধুরী আজি আর ভূতলে নাই। ১৪ই মাঘ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। পূর্বে কোন পীড়া হয় নাই। আহার করিতে বসিয়াছেন,

এমন সময়ে অসুখ বোধ হইল, মস্তক ঘুরিতে আহার পরিত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া করিলেন। ক্রমে অসুখের রুদ্ধি হইল। পীড়ার অবধি শেষ পর্যন্ত এক ঘণ্টার বড় অধিক বিল নাই, ইহার মধ্যেই জীবাত্মা ৫৫ বৎসর যে দেহে অ- ও ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া লেন। মনুষ্য জীবন যে ক্ষণিক, জলবিলম্বের ন্যা- লীন হয়, রাজকুমার বাবুর মৃত্যু তাহা বিলক্ষণ স- করিয়া দিল।

ইনি বাকইপুরের শিরোভূষণ ছিলেন। ইহার আমাদিগের ন্যায় অনেকেই দুঃখিত হইয়া সোম প্রকাশের গ্রাহকগণের বাহারী রাজকুমার জানেন, অশ্রুনাচন করিবেন সন্দেহ নাই। দয়া দাক্ষিণ্য ঠেদার্যাদি অনেক গুলি মহৎ গুণ- লোকে যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ইনি তাহার অন্যতর ছিলেন। কেহ কোন বিপদগ্রস্ত বা দায়গ্রস্ত হইয়া ইহার নিকটস্থ হইলে তাহাকে সেই দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন। গুণবোধী ও গুণ পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার নি- বিদ্বান ব্যক্তি দিগের সবিশেষ সমাদর ছিল।

“প্রভাত সমীর বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের বা- আঙ্লাদিত হইলাম। খিল না হয় তাহা হই- এ খানি সত্বর গণ্য মান্য মুদ্রাক্ষন কার্য্য সূচাক রূপে সাধারণের ক্রটিকর। এমন খানি না চলে তাহা হইলে রের” অধ্যক্ষদিগকে দোষ মণ্ডলীর প্রতি সমস্ত দোষ সমীর” দীর্ঘ জী- রিক ইচ্ছা।

আমরা Elem- Composition নামক- রাছি, এই গ্রন্থ খা- রচয়িতা লিখিয়াছেন। কতক গুলি স্থূল ২ বি- ইয়া দেওয়া হইয়াছে। রচনা শক্তির ক্ষু- র্ত্তি বাঙ্গলা হইতে ইং- হইয়াছে। এট্রান্স হ- ইহা পড়ান হইতেছে হইতে রচনা না শি- ক্লাসে ভাল করিয়া ইং- লোচিত গ্রন্থের মত- যোগী কোন গ্রন্থ না ব্যাঘাত হইতেছিল। এ ইংরাজী শিক্ষা অনেক পাঠে বালকদিগের স- ও ইংরাজী ব্যাকরণে উপকার এক কালে লিখিবার সহজ উপ- নাই। অতিশয় সরল- বালকদের পক্ষে কঠিন Lessons এই অভাবটী দূর- ক্রমার সপ কোম উঠি। যাও- ত্যস্ত অসু- বধা হইয়াছে উক্ত গ্রন্থ- পরীক্ষা দেওয়া অ- কে সহজ হইবে সন্দেহ- গ্রন্থকার Help-to-Eu- Comp. লিখিয়া- কৃতকার্য হইয়াছেন প্রকা- বত গ্রন্থ লিখিয়া- তদ- পেন্দা অধিক কৃতকার্য হইয়াছেন।

A BAZAR PATRIKA

Thursday February 4, 1875.

ADVERTISEMENT

NA CAUGHT AT LAST.
Apply (enclosing Rs. 2-4-0) to
Kerjee's Magazine, 212, Lal-

owledge with thanks the re-
of the last Administration
so bulky as its predecessor and
shall review it at leisure.

making vigorous progress in
all the planchettes available
sold. We believe earnest
ould leave planchettes to children
g circles around a light table
m.

Mohun Tagore gave a brilliant
Lord Northbrook and Mr.
manner which the poetical
how to do. We hope Mr.
think less unkindly of the
their civilization after this en-

etting day by day unpopular.
s one law for the native and
ean. We believe it is im-
distinctions in the heart of
it is quite certain, he erred
s his duty to inquire whence
arose. A man in his position
ely cautious how he adminis-
ery word he utters is printed

ela approaches, it takes place
f Magh. And babu Nobogopal
leeping and is roaming from
ow long will the apathetic pub-
rtant charge of this national
the head of a single individual
ists? We hope people from
ot fail to make their appear-

nvited the renowned
o an evening party.
enowned from the
now, we shall very
er the authors to be
ecording to the editions
assed through, or the
they have given birth
y, might have taken
from Irvings' Sketches
o duodecimos, quartos,
e believe a folio author
galley, but quartos and
His Honor's heart's
be somewhat difficult
odations for all. Au-
this invitation will
o some trouble and
is Honor should have
tion, a couple of
d class carriage for
at court dress will
An author need
dress, it is said that
scholarship. After
o see His Honor taking so
e progress, no Lieutenant
ught it fit to encourage the
Bengal. But simply an
ng party may not serve His
he wishes to encourage
let him fix tempting rewards
books, for such books in
ge, in the present state of
y.

on case comes from Bombay
ive Opinion for an account
Judge Ayerst and his peon
e Assistant Judge sued
rate as a matter of course
ith rigorous imprisonment
a fine of 25 Rupees. On
was of course confirmed.
er watchful of the liberties
sent for the records and
udgment:—

ice has not been done in this
Mr. Ayerst's own deposition
l of was occasioned by his
certainly new to us that seiz-
on, coupled with the appli-
thets such as "Suar" and
ess decent, if less offensive,
ify that son strik-

assailant. The 1st. Class Magistrate entirely ignores
the fact that the complainant seized and pushed
accused and the Judge before whom the appeal final-
ly came, lays down the strange doctrine that "the
mere pushing appellant out of the room was no
criminal force." We consider it is patent on the
face of the proceedings that the hurt to the com-
plainant was done in the exercise of the right of
private defence, the striking being necessary for
his defence. We, therefore, reverse the conviction
and sentence directing the fine to be restored. We
do not wish to say more than is absolutely necessary
on this painful matter, but we cannot refrain from
observing that it would have been discreet and in
better taste had Mr. Ayerst been content to bear
in silence the indignity his own inexcusable conduct
brought upon him. We learn that the peon has
been dismissed from the Government service. We
suggest that the Judge on a perusal of these pro-
ceedings should consider whether he should not be
reinstated.

The following fair speech was delivered by
our foreign Secretary Mr. Aitchison at the
Trade's Dinner:—

As regards the admission of natives, I am sure
there is no one here who would for a moment wish
to deny them a fair field and fair play. We can
no more administer India without them than we
could have conquered India without the Sipahi army.
It is not fair that the natives should do the drudgery
while we reap the advantage. We are bound in
honour and in common justice to give them the chance
of rising to appointments for which their abilities
and character may qualify them, and if they can
beat us in the race, all honour and success to them.
But I am not so sure that a competitive examination
is a suitable door for their admission under present
circumstances, I say 'under present circumstances'
designedly. The system of selection, which was pro-
vided for by a recent Act of Parliament, is in my
opinion far preferable. I say this from no fear of
our countrymen being out-stripped in the contest.
That would be a most unfair and unworthy reason to
assign. But it seems to me that all the objections
to the competitive system generally as being mainly
an intellectual test, and a very imperfect test of
other qualifications that are equally necessary, apply
with far greater force to the case under consideration.
The chief objection to it in my mind however, is its
unfairness to the people of India themselves. And
why unfair to India? Because the state of education
in India is exceedingly unequal. As yet competition may
be said to be practically limited to men educated in
the atmospheres of the Presidency towns. In many
of our provinces peopled by some of the finest races
under our rule education is as yet very backward,
and must be so for many years to come. The young
men of those provinces, although possessing many
of the best qualities for successful administration,
would be nowhere in a competitive examination. The
application of a competitive test sounds very fair;
but instead of giving all an equal chance, it would
practically exclude the majority."

The first part of this address is clear enough,
but it is quite beyond our comprehension what
he means by the latter part. Possibly carried
by his innate generosity he began very fair, but at
last the painful recollection came, that the Govern-
ment has a policy of its own, and right or wrong
that policy must be followed. He lost the thread
of his discourse and uttered sentences which
meant nothing, or if they meant anything,
they only contradicted what he said before.
We are glad to learn, however, that the Go-
vernment has already submitted rules, for the
approval of the State Secretary, to give competent
natives, higher employments without any com-
petitive examination. The Government should have
first published the rules for public criticism before
submitting them to the State Secretary.

We have got the following verses from Bombay.
They are from the pen of the author of the poem
on "Sattara" a portion of which we quoted some-
time ago from the *Bodh Shudhacara*. We doubt
not the verses will be read with intense interest
as they accurately represent the feelings of the
people of Bombay on the all-absorbing topic of
Baroda affairs:—

THE GAIKWAD.

Ill fated Prince! thy doom is drawing near,
E'en now confined, thy royal joys are o'er!
From every quarter, sighs and groans I hear:
Thy helpless subjects all thy fate deplore!

The person that reclined upon a throne,
The neck once deck'd with pearls of value great,
Are now adorned by nature's tint alone!
Or clad in simple garb—no pomp of state!

"Unhappy his the head that wears a crown!"
Thus truly sang of yore the Poet Great,
For Nature taught him still without a frown!
Or in his brain he held a world innate!

The present brings the past before the mind;
The scenes of bye-gone days are always dear!
Our Aryan fathers left a gloom behind!!
Their memory oft compels a poet's tear!

But thou! oh captive! thou, an Indian son,
Dost thou not feel the pangs a pot feels?
The Aryan blood—does it not rise anon,
With grief and sorrow, when thy country reels!

A distant race as friends now rule the land,
A distant did but ask a virtuous life of thee;
They did but ask a virtuous life of thee;
For sure, thy reckless lust, thou couldst not see!

Thy didst thou seek, a shelter, safe and kind!
To loose a father's sin to make thee mild
For now thy parent's haste to get no good will find
Will ruin thee, prince, and thy halls,

Why royal palace, graced by stately halls,
Protected by a guard of Soldiers brave;
In every spoiler's hands now lordless falls
None from the Seeker's* search can dare it

And every royal gem is snatched away,
The search is close—the ruling power is strong,
Where'er it goes, where'er it makes its stay
'Tis welcome all because it does no wrong!!!

Who knows thy final doom? thou fallen prince!
Alas! Who India's fate can fathom deep?
Such children prove so faithless to her since!
What can she do but cry aloud and weep?

Forgetful of the land whose sons they are,
These Rajas sink in sensual bliss obscene,
By passion blind they see no future far,
Nor care beyond today nor think what they have been

Attend now, Christian Justice, now attend,
Your grace alone can save this sister land,
To raise her gently up thy mission send
And full of genuine love impart thy hand!

THE HINDOO PATRIOT'S NEWS DUTIES

The *Hindoo Patriot* has thought it fit to
us a lecture, and we have heard him
pain and—despair. He says of us wh
have so often heard from our English con-
poraries to say of the Native Press gen-
He says that "it is open to every paper to
fair and legitimate comments upon the ac-
of Government," but that a portion of our ar-
ticle on Baroda affairs does not fall within the
bounds of legitimate criticism. He quotes
to prove his position; it is where we pointed
out the extenuating circumstances under which
the Gvicar committed the alleged crime of
soning. The *Hindoo Patriot* says "that pe-
we did not realize to ourselves the immor-
dency of such writings for we could not
that the *Putrika* would deliberately justify
poisoning or murder of representatives
British Crown in Native Courts." Again
says "Our contemporary can easily imagine
would be the effect upon popular mind if it
taught that the Native Princes have as it
a right to poison obnoxious British Reside
because the English nation poison the Chi
with opium, or to murder them because the
vernment under Lord Mayo and Sir George
Campbell sought to murder the intellect of the
nation by repressing high education—an analog
altogether fallacious." It is impossible to quot
the article entire, but those who have read it wi
admit that we have quoted above the importa-
points and have given a fair view of the article.
Our contemporary then goes on describing wh
the duties of the native press should be and "tha
our Government is too high-minded to stigma-
tize the whole native press for the faults of
single member," and then he claims our gratitud
for pointing out to us the errors of "a risin
paper" and of which he "wishes well."

The rank of the native press is so thin,
weak, so powerless that we cannot afford a divi-
sion in our camp. When we quarrel amongst our-
selves, we only strengthen our enemies; they laugh
at us and no doubt think in their minds that "the
foolish people are ambitious of forming them-
selves into a nation." We entertained this no-
always, and carried away by it we had
to the Editor of the *Bengalee* and requested him
to forget every thing that may have appeared in
our columns against his paper. We regret, we
quarrelled with the *Mirror*, but the only native
daily is now so well conducted and we pull so well
together, that we hope we shall within a short
time meet in bonds of amity. But we never
quarrelled with the *Hindoo Patriot* and though
it is said that two in a trade can never agree, we
and the *Hindoo Patriot* gave lie to that adage.
And since we have agreed so long we are not
going to quarrel with him now. True to our
policy we will not allow our *News*, *Observer*,
et hoc omnes, the fun of seeing the *Amrita Ba-*
Patrika and the *Hindoo Patriot* devouring each
other like two enraged dogs regardless of the
country's interest; for fun it will be to the
though death to us. We too on many occasions
found it necessary to point out the errors of
our contemporaries, but we adopted an
course. When in *Moffusil* we

ally to discuss the matter in hand, for we did not think it proper to expose them in our columns. Our contemporary very well knew whether or not we had the honor of calling him for this mission. When he committed the egregious error of condemning "Dar's organ," tax, we did not cry him the "Zer," the innate love but went to him personally and prevailed and he of truth of our contemporaries the new Criminal changed his policy. It passed, our contemporary Procedure Code was fined towards it and we pointed was favorably in dangers of the Code section by out to him the may very well remember that at section. When we wanted to publish a paragraph one time him, harmless though it was, we first again it to him for his inspection and permission. If we mention these facts, we do so with sorrow, but they must be mentioned to shew that we acted as we preach, and if we discuss such matters publicly our contemporary's action has left us no choice; he has publicly challenged us and we cannot decline to accept the challenge without confessing ourselves guilty. If our contemporary had found anything amiss in our columns, he could have spoken to us on the subject, for we are in speaking, may friendly terms with him.

But the action that our contemporary has taken will look very much like espionage, and malicious people may attribute it not to a desire to do us a service, but to please his patrons who have so recently honored him. For ourselves, of course, we do not believe that our contemporary is capable of such a mean action, but we would advise our contemporary to behave with caution now that he has been elevated to the Legislative Council. If he goes on ferretting out from the vernacular leaders of his contemporaries, passages which may appear to him objectionable, and translating them for his columns and for public gaze, the unthinking portion of our community will not see the purity of his motive but attribute to his desire to please the governing bodies. But our contemporary has adopted a more objectionable course of which a journalist of his position ought to be ashamed. It is not giving a fair view of any article by picking up a few sentences from the middle and it is more unfair to pick up sentences from here and there and string them together. Such tricks were before confined to a portion of the Anglo-Indian Press, and we are extremely sorry to see our contemporary lowering himself by imitating it. A more honest course would have been to give a fair view of the articles and then to criticise them. As the *Patriot* is the leading native paper and as we wish well of it, we have deemed it fit to give him this piece of advice which we hope he will take in good part.

As regards the insinuation of our contemporary that we had been indirectly teaching people to poison obnoxious British Residents, we think any body having the least title to respectability and humanity would feel it inconvenient to do so in the latter part of the nineteenth century. The very day that our article appeared which he condemns, the *Englishman* in its leading column gave vent to the following sentiments. It says, "The feeling at Baroda doubtless was that there was no chance of the Darbar coming through the period of trial imposed by the Government of India, unless Colonel Phayre were removed and strenuous attempts to get him removed by fair, or at least by other than violent means had already been made without success." Surely the *Englishman* did not advocate the violent means of poisoning by the above expression, and what we did was to dilute the same sentiment into a news-paper article. Surely our contemporary knows that crimes have their various degrees of enormity, and it is the duty of every impartial judge to take into consideration the extenuating circumstances under which crimes are committed. A starving man in a famine-stricken province committed a theft of grains and if an advocate points the circumstances which goaded the man to commit the crime he does not indirectly teach others to commit similar actions. An advocate who mentions the extenuating circumstances under which a murder is committed does not uphold the crime of murder, and we did nothing but point out the mistake which the Government committed in goading a man to desperation. Thrones are very precious things, and when they are at stake, honest people may feel their heads turned, and this is universally true and not confined to India. When a dog is feasting upon a delicate morsel of meat, if you attempt to dispossess him of it, he will at first snarl and if you persist, the most faithful dog will attempt to bite you. If you whip a dog which is confined, it will seek every opportunity to snap at you, and we think when we urged these truths to the notice of our Government, we advocated what is sound policy.

We stick to it. We yet most firmly believe that if you do not administer justice, the people will assuredly take law into their own hands and that if justice had been done to the Gwicar in the beginning this poisoning case would have not appeared before the public. We did not advocate poisoning, but condemned the policy which left the people no other resource than to take the law in their hands to defend their rights. In our other columns we have given a summary of public opinion on Boroda affairs and there our contemporary will find that we are not singular in the line of policy that we have adopted. If anybody has taken the affair tamely, almost approvingly, it is our contemporary and our contemporary alone. In Bengal, Bombay, Madras a strong feeling has been excited and the country is as if seething with excitement.

The *Hindoo Patriot* is very nervous about the boon of free discussion and he is constantly afraid lest it be withdrawn, but let it be borne in mind that it is a boon so long we can speak out our minds freely and without reserve; it ceases to be a boon as soon as a clog is placed upon the free expression of our thoughts. It then not only ceases to be a boon, but becomes a curse alike to the governed and governors. We must not speak this lest Lord Temple gets angry, or that, lest Hogg Saheb gets angry: it is the true meaning of the boon, we do not want the boon at all. We would choose to remain dumb, we would not willingly mislead, we would prefer to remain unrepresented than to be represented by a snaking press which is constantly afraid lest it be gagged. No one loves opposition, and Lord Northbrook should no doubt naturally like eulogies of the *Hindoo Patriot* more than the criticisms of the *Anrita Bazar Patrica* but the *Patrica* serves its purpose, and for an unvarnished account of native feelings on public questions the Government will not seek the columns of our contemporary but seek it elsewhere. They charge us with disloyalty, we could easily clear ourselves from the charge by making a dozen of salaams, after one half-candid expression of our sentiments, but *cui bono?* It is very difficult to humbug the intelligent portion of our rulers, though it is quite true that a portion of the Anglo-Indian community who have been sufficiently demoralized, would prefer to be humbugged in this way than to be freely spoken to; but they do not represent the better classes. We have adopted another course, though less safe and agreeable but more honest, and in spite of misrepresentations, we hope to prove at last, that he does greater service to Government who gives alarm to Government, when there is cause for alarm, than one, who cries "all right" with a bewitching smile, when it is all wrong. There is a fundamental difference of opinion between ourselves and our contemporary. He prays for favours and we demand privileges and we would not take it as a favor what is in fact our birth-right. If these demands irritate a portion of the Anglo-Indians, we think, if we have judged English character aright, they do not deserve the name of Britons, and a true Briton will always sympathise with our legitimate wishes and aspirations.

BARODA AFFAIRS:—It is not as yet time to draw any moral from the recent doings at Baroda but yet we cannot help from remarking that the Baroda case has done us some inestimable service. We have not the least idea what the state of Baroda was previous to the deposition of the Gaekwar, but if the Bombay papers are to be believed there was great deal of misrule and oppression in the State. The Commission which lately sat came virtually to the same conclusion and the Government gave upon that conclusion warning to the Prince that if he did not reform within the course of eighteen months he will be deposed. The Bombay and other English papers thought that the Prince was rather leniently dealt with. They urged that Baroda was one of the most misgoverned States in the world and as the British Government guaranteed internal peace, it was bound to protect the people from oppression and misrule, and any favor shewn to such a selfish tyrant like Gwicar was to do a great wrong to the people. They of course urged immediate annexation. But it appears now that the people of Baroda faint away at the name of annexation, whenever they shew symptoms of discontent they are immediately soothed by the assurance that their country will not be annexed, and Sir Lewis Pelly has been compelled to repeat this assurance thousands of times. This proves one of these two positions, either the British India Government is still more misgoverned than the most misgoverned state in the world, or all that was said against the Prince's Government is utterly false. We of course choose to accept the latter supposition as the more correct, though we have yet to reconcile it to the conclusions arrived at by the late Commission. That Commission after due inquiry came to the conclusion that the people of Baroda were terribly misgoverned, and now the very same people prefer their oppressive Government to that of the British and this is a fact well worth the consideration of our wise rulers. This

fact gets additional weight from those of the Indian people of British territory, and will of the native states civilization and enlightenment that the inhabitants of the blessings of the Government as the British, but subjects of the British them well. How is it that British India to the annexation? Why do the of Baroda to live as they the blessings of our enlightenment do not wish to draw from the conclusion that the British fully oppressive, but somewhere. Whether it is not pay so much attention, or that an alien rule alien Government, it is government has not been able rule so much as it ought.

The Baroda affairs have to the short-sighted and the lessons of the Sepoy war. Before 1857 the native Press and the Government as to the feelings of Agents wrote to the that prevailed in native had no means of knowledge were correct or not, the mischief that was contemplated and acting in profound of Lord Dalhousie could now however for the that the people of India otherwise do not like meeting at Poona, where assembled, indisputably nation is very strong of Lord Northbrook's parent to some, if not contemporaries who advocate men, the consideration, or unjust has no force, the Queen promised something kept at all costs. They is safe or not. But is it of sovereign princes of this question with certainty is certain, that the deep and sullen discontent country to the amongst the subjects of the great discontent partly owing to Indian Press.

it fit to misrepresent some even going proclamation did in may after seeing the impossible to leave administration. The Press who it is acquainted with very bad impressions of the people state is a quite such annexation for whose good, i This unpleasant Residents and always thought states is partly to of these milita will doubtless be Resident, whether owing, if not meddlingness.

Phayre left no real power and he fomented dissension to prefer all sorts of the Prince a puppet in to the real duties of defined, they generally hand and treated the tempt; we hope this Bar their real duty and national rights. But above true, it is in itself a constant native Princes and their table interference of the in the internal administration.

ACKNOWLEDGMENTS

Subscribers:
Uma Runganayakula Nayndu
Sorabjee Shapoorjee Bengalee
Bapoojee Hurree Esq., Bould
Trimbakrao Bapoojee Mayade
Secy. Godra Strwd Library,
Wooma Vishno Ghacker Esq.
Dr. Murdock, Madras
T. Rangaswami Moodeliar Esq.
Venkatrao Wishwanath Jagl
nagar
Manager Dnyan Prokash, Po
M. N. Joglicur Esq., Jamnag
Rao Saheb Krishnrow Sadash
Rajessary Hurry Das Vehar
nugger
J. Geddes Esq., Trhoot
C. Coopoo Sawmiah Esq., Coi
ssrs. Paul

SCRAPS OF NEWS

There is but one physician to every 17,800 souls in France...

Important Bill on the subject of baby-farming is passing in the French Assembly...

The most remarkable artefian of the present time is the Paris basin. It was undertaken in 1803...

The Standard thinks, that there will be a change in the Financial Department in India...

Madame de Suresnes, where she has been connected with Madame de Suresnes...

European Powers in the following extracts from the Standard:—The British and the French...

of its own. It has conducted its policy in the East, neither the powder of the English...

to watch the influence of the Persians in relation to the introduction of civilization, promote the progress of arts and sciences...

The Standard has heard of the following bit of news from Baroda:—"We have received a communication from Baroda, dated 15th instant, which gives a few particulars of the depredations committed there by some of the great annoyance of the residents...

tion, had set up as a pork butcher in Bangalore. This most disgraceful conduct of the mischievously disposed of Bolaram induced some of the better classes to convene a meeting...

The Times' correspondent, writing from Philadelphia on the 4th inst., says:—"The annual report of the Secretary of War, which will be transmitted to Congress with the President's Message next week, shows that the expenditures for army fortifications, and harbour improvements which are controlled by the War Department, for the last fiscal year, amounted to 42,325,304 dols...

INDIAN PUBLIC OPINION.

THE BARODA AFFAIRS.

(From the Saptahik Samachar, Calcutta.) What we apprehended has come to pass. The Gaikwad has been deposed. He is now a prisoner in the house of the Resident. Until his trial is completed, the administration of Baroda will be in the hands of the Governor-General...

If Mulhar Rao had been deposed for his being tyrannical, extravagant and lewd—and by the grace of Col. Phayre he has been invested with all such epithets—we would not have been surprised and sorry for his present wretched condition. But our sorrow and surprise know no bounds when we see that the Gaikwad has been dethroned on the mere report of a Police Commissioner and for an offence of which there is not as yet any satisfactory evidence...

THE SAME.

(From the Hindu Prokash, Bombay.) As might be expected the Memorial from the inhabitant of Poona in relation to Baroda affairs has stirred up hostile criticism in certain quarters. The Poona movement was initiated entirely by the Sirdars and men of the old school. The names of the persons who signed the circular, and the number and the names of those who attended the monster meeting held last Monday are sufficient to remove all doubt on this point...

The Bombay Gazette expresses its surprise at the fact that nobody in Baroda should yet have thought of holding public meetings to thank Lord Northbrook for his kindness in relieving them of all bothersome cases and anxieties for their lives and fortunes, and to express their enthusiastic eagerness to be placed under the merciful protection of the sovereign power...

THE SAME.

(From the Shomaj Darpan, Calcutta.) The ominous clouds which were gathering over the state of Baroda have at last sent down a thunderbolt. The ancient Gaikwad house is struck. Whole India is electrified. When Mr. Phayre tasted arsenic in the Gobard, who dreamed of such a crisis? The investigation is over and Malhar Rao is found to be the abettor of a crime. He is suspended.

The English Government has assumed the administration of his state. The Sattarah, Oudh, Punjab and other royal dukes have one by one disappeared and now approaches the turn of the Gaikwad family. The East Indian Company pursued a course of robbery and cruelty, but we hope justice will be done under the benign rule of our gracious Queen.

The present Gaikwad is a creature of strange circumstances. Since his accession to the Guddie he has always surrounded by enemies. Colonel Phayre was mortal foe. He encouraged the people of Baroda to bring complaints against their sovereign. Even the very ministers and servants of the royal house were encouraged to form combinations against him. Some of the members of the royal family are inimically inclined towards him. Who knows if the poisoning case be a totally got up one? Thirst for vengeance may lead men to the worst of crimes. Malhar Rao is a young man of unsuspecting nature. Designing men can very easily form plots to effect his ruin.

The High Commission will decide whether Malhar Rao is guilty or not, but the English Government has issued a curious Proclamation. The attempt to poison a Resident is converted into a high crime against Government and a breach of the condition of loyalty to Her Majesty. We cannot understand how the Gaikwad can be accused of treason and disloyalty. Is there any proof to suspect that he did not entertain good will towards Her Majesty? Did he not previously say to Sir Lewis Pelly that no one of his family was ever guilty of disloyalty to the British Government? Our Government should act fairly with the poor fellow. We are glad to read in the Proclamation that the native Government of Baroda will be perpetuated, even if Malhar Rao be proved guilty. We earnestly pray that a jury composed of native rajas be formed to decide the case.

THE SAME.

(From the Bharat Sangskarak, 24 Pergannas, Bengal.) In the line of conduct followed by Lord Northbrook towards the Gaikwad we see the predominance of might over justice for under what other principle than that of might is a sovereign Prince, the ruler of an extensive territory, dethroned, without any trial on the mere suspicion of his being implicated in the act of hostility towards the Paramount Power? The English law lays down the broad principle that a man is to be considered innocent until he is proved guilty. But this principle has not been followed in the case of the Gaikwad. If Malhar Rao is proved guilty it will then be considered whether he should be punished. But before guilt has been established, he has received a treatment which is not accorded even to the commonest British subject. Here we see the realization of the principle that might makes right. There are many who consider that this high-handed action of Government has borne good fruit, for the Sirdars and the people of Baroda have not evinced the least resistance. But anything succumbs to the mighty power. And it is a mistake to infer the existence of an inward contentment from the absence of any outward display of dissatisfaction. A mighty sovereign in the fulness of publicly trampling justice under feet can inspire the people with fear but never with confidence and love.

THE SAME.

(From the Dacca Prokash, Dacca.) We do not understand the action of the Government in dethroning the Gaikwad before bringing him under trial. It is true that Col. Phayre was the representative of the Crown in the Court of Baroda. But can attempt to take his life (supposing such attempt was really made) ever be deemed an act of hostility towards the Crown? If the Gaikwad had really intended hostility against the Government, he would have publicly taken arms and attempted to kill the Col. He would never condescend to act the part of an assassinator.

It is an act of grave injustice to depose the Gaikwad on the report of Mr. Souter only, who, as an efficient Police officer, is well known to the people and the Government. His conduct in the late Bombay riots clearly proved his inefficiency and drew forth censure from the Government. On the evidence of such a man a sovereign independent Prince has not only been dethroned but imprisoned also!

THE SAME.

(From the Hindu Hitoshinee Dacca.) If Malhar Rao be proved guilty, let him undergo punishment, but why Government ceases to speak of Col. Phayre? If a criminal deserves punishment, does not the man who leads him to commit the crime deserve a greater degree of punishment? Circumstances as the Gaikwad was, the public has already forgotten his blemishes and universal sympathy is created in his favor. Even if granted that Malhar Rao is really guilty, we cannot help sympathizing with the Gaikwad as a helpless victim of circumstances. The short stay of Colonel Phayre totally demoralized the administration of the Baroda State. The Colonel opposed the Prince with all his might; he interfered with his acts, and by petty tyrannies rendered the Gaikwad the most miserable being in the world. The subjects were encouraged to rise in mutiny against their prince and complaints were continually poured into the ears of the Supreme Government. Did the India Government take notice of such unbridled license? Shall the public understand that the Government secretly encouraged the unlawful conduct of the Colonel? Malhar Rao is branded as a traitor, while Colonel Phayre continues in the service of the Queen. Most probably he will be promoted.

The Gaikwad is deposed but why? The poisoning case has to be yet decided, but why the punishment precedes the trial? We cannot solve the enigma.

Government proclaims that every fair opportunity will be allowed to the prince to prove his innocence. We fear the fact of his being deposed will render him incapable of taking advantage of the opportunity. If, as many suspect, the poisoning case be the machination of a certain party to ruin him, his enemies will now be at full liberty to prepare new weapons against him. Whatever hope the prince may entertain of being restored to his throne, the public is already convinced that the Gaikwad is doomed.

THE SAME.

(From the Somprokash, 24 Pergannas, Bengal.) Like a pack of hungry Carpathian wolves, who pursue their prey, one Anglo-Indian paper first raised a howl and his brethren respond to him in a chorus. A Bombay paper first raised an ominous wild cry against the Gaikwad and the whole of India resounded with the echoes of his brethren. The demolition of a native state is a peculiarly delicious treat to them and to their constituents. Already the Anglo-Indian editors have formed a court of Judgment among themselves and each according to his light has passed a sentence on poor Malhar Rao. There was not a shadow of doubt as to the guilt of the culprit, for the criminal was a native and a Prince, having vast territorial possessions. Some ordered him to be hanged, while others more lenient, sentenced him to a live-long banishment. But we are not afraid of the venomous snakes which bite without corrupting the blood. It is Lord Northbrook who has alone the power either to ruin or to re-instate the poor prince. To us Lord Northbrook is an enigma. We can only solve him. The removal of the Gaikwad is an enigma. We can only solve him.

বিজ্ঞাপন।
THE UNIVERSAL MEDICAL HALL
N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDER-
FUL PILLS!

A Specific for chronic and malarious fevers,
enlarged spleen and liver.

অত্যশ্চর্য্য বটিকা!!

খুবাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রা-
মক জ্বরের এবং প্লাহা ও যকৃত রোগের মহা-
ঔষধ।

এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে স-
কল ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকে
সেবন করিয়া প্রথম আরোগ্য লাভ করেন
পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্বার পীড়িত হ-
ইতে প্রায় সকলদা দেখা যায়। এক প্রকারে
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এই সকল ঔষধ
দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে মাত্র, এক বারে
রোগ বিনাশ হয় না। কারণ যে পর্য্যন্ত ম্যা-
লেরিয়া বি শরীর হইতে নির্গত না হয় সে
পর্য্যন্ত পুনর্বার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে।
এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুবি-
খ্যাত চিকিৎসকের সাহিত পরামর্শ করিয়া এই
অত্যশ্চর্য্য নামক রৌপ্যারূত বটিকা প্রকাশ
করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাধি
নাশ প্রকার, পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পা-
রা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র
সহস্র উল্লিখিত রোগক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ
আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাহার
ইংরাজ চিকিৎসা বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালী
চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন
নাই, তাহারও এই বটিকা সেবন করিয়া
আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা শরীর হ-
ইতে কুইনাইনের ম্যালেরিয়ার বিষ নির্গত
করিবার এক প্রকার দৈব ঔষধ বলিলে বলা
যাইতে পারে। প্রতি কোঁটার ৩০টা বটিকা
আছে এবং উহা সবন্যাদির নিয়মাবলি উহার
সহিত আছে।

প্রতি কোঁটার মূল্য ১১০ টাকা ডাক মা-
শুল ১০ আশা এই মাসুলে ২টা কোঁটা অন্য
রাসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দবসাবধি বিলাত হইতে ইং-
রাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতেও
ভারতবর্ষের স্থান বিক্রয় ও প্রেরণ ক-
রিতেছি। এখানে যে সকল মহোদয় উক্ত
ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ও সুল-
ভ মূল্যে উক্ত ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন
তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমাদিগের নিবেদন এই যে
যখন যাহা প্রয়োজন হইবেক তখনই এই যে
আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরণ করিলে
অতি দ্রুত প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যের
মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাসুলে
পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন অপরাপর দ্রব্য
যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও সুলভ মূল্যে
ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার কমিগন
শত করা ৫ পাচ টাকা মাত্র লইব।

এম, পী, পাল এণ্ড কোং
ইউনিভারশেল মেডিকেল হল।

২০০ ২০৪ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকতা, শোভাবাজার।

শ্রীযুক্ত বরু কাল মোহন দাসের নিকট জানিতে
পারিবেন। আপাতত আমি কুমারটুলি, সুরীপাড়া
২ নং বাটিতে অবস্থিত করিতেছি।

বরিশাল চাঁদনী নিবাসী
শ্রীহরমোহন দাস
ক'বরাজ।

পাইকপাড়া নরসারী।

এখানে বিবিধ প্রকার বিলাতী ফল ও ফুলের গাছ
গাছকলম শাক শবজীর বীজ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া
যায়। নিয়মিত গ্রাহকদিগকে বৎসর ১২ টাকা চাঁদা
দিতে হয়। গ্রাহকগণ সমস্ত বৎসর বিনা মূল্যে সকল
প্রকার দেশী ও বিলাতী শাকের বীজ পাইবেন। এত-
স্তিন্ন অতি সুলভ মূল্যে ভাল ২ কলমের গাছ পাইতে
পারিবেন। মফস্বলের গ্রাহকদের প্যাকিং চার্জ দুই
টাকা বেশী লাগিবে। এই ফল কুল ও শাক সবজীর
বাগানটি যাহাতে দেশীয় মহৎ ব্যক্তি দিগের দ্বারা
প্রতিপালিত হয় ইহাই আমার বিনীত ভাবে প্রার্থনা,
নারদেরিতে যত প্রকার ফল ও ফুল গাছ আছে তাহার
তালিকা ও মূল্যের নিয়ম আমার নিকট লিখিলে পাই-
তে পারিবেন।

শ্রীমত গোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া রাজ বাটী নিকট।
কলিকতা।

শিক্ষা নবিসের পদ্য।
শ্রী অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি বায়রণের অনুবাদ
ও অনুকরণ। মূল্য ১০ ডাক মাসুল / আনা। বিদ্যা-
লয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যোপযোগী। এই পুস্তক খান,
চুঁচড়া সাধারণী বস্ত্রালয়ে ও কলিকাতা ক্যানিং লা-
ইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকবর্নন।
শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার বিরচিত।

মূল্য ১০, ডাক মাসুল / আনা।
বিন্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠ্যো-
পযোগী। এই পুস্তক খান, চুঁচড়া সাধারণী বস্ত্রালয়ে
ও কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গ দেশান্তঃপাত কোর্ট উইলিয়াম স্থিত হাই-
কোর্ট সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের সন ১৮-
৭৪ সালের ২১০ নম্বরের মোকদ্দমা যাহাতে নবীন চন্দ্র
গঙ্গোপাধ্যায় বাদী এবং দ্বারকা নাথ ঘোষ এবং অ-
ন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রতিবাদী উক্ত মোকদ্দমার সন ১৮-
৭৪ সালের ১৬ই এপ্রেল তারিখের ডিক্রি অনুসারে আ-
গামী ফেব্রুয়ারী মাসের বিশে তারিখে অপরাহ্ন দুই
ঘটিকার সময় উক্ত আদালতের রেজিষ্টার সাহেব
কর্তৃক উক্ত আদালতস্থিত রেজিষ্টার সাহেবের নীলাম
ঘরে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি নিশ্চয় বিক্রয় হইবে।
যথা;

সহর কলিকাতার হোগল কুড়িয়া হরি. ঘোষের
শ্রীট স্থিত সাবেক ২৯ নম্বর বর্তমান ৭৭ নম্বরের ইস্টক
ান স্থিত কতক অংশ এক তালা এবং কতক অংশ দো-
তালা গৃহের দরবস্তু হকুক সমেত নুন্যধিক সাত কাঠা
জমী। উক্ত গৃহ এবং জমীর সীমানা পূর্বে হরি-
ঘোষের ফিট, দক্ষিণে দুর্গা চরণ মিত্রের ফিট এবং
পশ্চিমে এবং উত্তরে সরকারী ডেগ।

যেহেতু স্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আপত্তি দ্বারা
অথবা সম্পত্তির চৌহদ্দি আদি বিবরণে কোন তুল
পরিষ্কার করিতে পারিবেন না। অত-

এবং বহু পরিদেয় করিতে ইচ্ছা করিয়া উক্ত
সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বত্ব এবং উহার বিবরণ ইত্যাদির স-
ন্তোষ জনক প্রমাণ পাইবার জন্য রেজিষ্টার সাহেবের
আফিসে স্বত্ব চুক্তি পত্র পুস্তক পাঠ ও দৃষ্টি করি-
ব। এবং বাদীগণের স্মার্টনী এসপোনেড রো

সাহেবদিগের আফিসে স্বত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক দলীয়
সকল দৃষ্টি ও অবলোকন করিতে পারিবেন।
নীলামের নিয়ম সকল রেজিষ্টার সাহেবের
আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

কলিকাতা হাইকোর্ট } সি. টি ডেভিস
রেজিষ্টারের আফিস } একটা রেজিষ্টার।
C. T. Davis
Officiating Registrar.

WANTED

A competent Mechanical Engineer for Searso's
Colliery. Salary Rupees one hundred monthly
a Bungalow to remain free and travelling allow-
ance for the Moffussel Colliers. Apply with copies
of testimonial to Ramessur Malish No. 6 Cullen
Place Howra.

মফস্বলের মূল্য প্রাপ্তি

- শ্রীযুক্ত বরু গৌর গোপাল সিং পাঁচতোপী নাইখিরা ১০
- খুদিরাম বিশ্বাস প্রতাপ গঙ্গ ভাগলপুর ১০
- প্রসন্ন চন্দ্র রায় পাবনা ৫
- শশীভূষণ ঘোষ কাঁথ ১০
- অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় গোহাটি ১০
- হারান চন্দ্র চক্রবর্তী রহমৎপুর বরিশাল ৫
- উমাচরণ রায় চট্টগ্রাম ৫
- শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় শিবপুর ৫
- কিশোরী নারায়ণ ঘোষ ইসলামপুর ঢাকা ৫
- মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আশ্বালী ৫১০
- রাজা পরেশ নারায়ণ রায় বাহাদুর পুটুরী ১০
- H. Gillon Esqr, Nurrail Rs. 5 2 1/2 as.
- শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ষোশাল কল্যানপুর বারাণসী ১০
- রজত শিকর বন্দ্যোপাধ্যায় গদা, নয়াদমকা ১০
- মিয়া আবদুল সোবান সাকেদা, মল্লাহ পুর ১০
- মহেশ চন্দ্র দোবে বেলেডাঙ্গা, কলারী ৩
- কুমার মহেন্দ্র লাল খাঁ নারাজোল, মেদিনীপুর ১০
- রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বগুলা ৫
- ক্ষেত্র মোহন সেন টুওলা ফৈশল ৫
- আশুতোষ লাহিড়ী কাতলা গাড়ি রনিপুর ৫
- নীল মাধব চট্টোপাধ্যায় ৫৫ রেডি, রাকি ৫
- যতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরা ৫
- মথুরা মোহন পাল চৌধুরী ককনগা ১০
- কৃষ্ণনাথ সরকার জায়নাবাদ কুষ্টিয়া ৫
- দীন নাথ সেন গোহাটি ১৬
- এক কোড়ি সিং ত্রিবেণি ১০
- কুমার কেদার নারায়ণ রায় বাহাদুর পুটুরী ১০
- গোকুল চন্দ্র দুর্গার বাসুচর ৫১০
- ঈশান চন্দ্র বস্তু ধুবড়ি ১৬০
- কেদার নাথ মিত্র নওরীগঞ্জ, বনডেলখণ্ড ৫
- প্রসন্ন কুমার চৌধুরী টাঙ্গাইল, মাইমনগি ১০
- নশিরাম মুখোপাধ্যায় পাটকা বাট ৫
- সারদা চরণ মজুমদার পাবনা ৫
- চন্দ্রকুমার দাস মুনশীগঞ্জ ১০
- শম্ভু নাথ মিশ্র ত্রিপুরা ৫
- অচ্যুতা চরণ দাস নবিগঞ্জ ৫
- নিলমণী চট্টোপাধ্যায় কোচবিহার ১০
- মধুসূদন রায় চৌধুরী কুড়িগুদা পুষ্করিণী পুর ১০
- মদন মোহন তেওয়ারী বেরিহাট, কলকাতা ১০
- কালিপদ রায় চৌধুরী বড়িসন, কলকাতা ১০
- গোলাম আলি চৌধুরী হাটুরিয়া ১০
- নবীন চন্দ্র সিদ্ধান্ত কালিগঞ্জ রংপুর ১০
- মৌলবি মহম্মদ রশীদখাঁ চৌধুরী ১০
- জ্ঞানকী নাথ গঙ্গোপাধ্যায় পাটকা ১০
- দিনাজ পুর
- রাম গোপাল সেন ভাগলপুর
- চন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী সদাপুষ্করিণী ১০
- নবদ্বীপ চন্দ্র মণ্ডল কালনা ১০
- রাম লাল মুখোপাধ্যায় বদমান ১০
- গদাধর সেন রামজীবনপুর ১০
- রামহরি সায়্যাল হাবড়া ১০
- গৌরগোপাল রায় শ্রীদামপুর ১০
- হরি মোহন দে বিলাহপুর, কাঁথ ১০
- কমলা কান্ত অধিকারী ই. ই. রে ১০
- মনোমোহন চৌধুরী মজলপুর, ব ১০
- বেনি মাধব ঘোষ রাজনগর ১০
- হরি নাথ মুখোপাধ্যায় ব্রজবন ১০
- প্রাণনাথ মিত্র দিনাজপুর ১০
- আরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
- উমেশ চন্দ্র মজুমদার ১০
- নীল কোমল বন্দুগণ ১০
- বিপীন চন্দ্র চৌধুরী ১০
- নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
- মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালপুর ১০

—“কান্দিত্ত জনৈক বাসনা” লিখিয়াছেন:—“আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, জেমুয়ার সন্ত্রাস্ত ভূস্বামী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজ বাগীতে এখানকার বাবদীর সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিগণকে আত্মীয় পূর্বক বহুতর ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যে এ কার্য এবার বৃত্তন করিলেন এতদ নহে। প্রাপ্ত বৎসরেই কান্দিত্ত আদর্শ বিদ্যালয়ের ও নিজ বাগীতে সন্ত্রাস্ত স্কুলের ছাত্রদিগকে এইরূপ মহা সমারোহের সহিত নিজ ব্যয়ে পারিতোষিক দিয়া তাহাদের উৎসাহ বন্ধন করিয়া থাকেন। আদর্শ বিদ্যালয়ের অবস্থা ইদানীন্তন হীন হইয়াছিল। ছাত্র সংখ্যা এত কম হইয়াছিল যে বিদ্যালয়টা উঠিয়া যাইবে এই রূপই অনেকের মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবন ভূস্বামী মহাশয় নিজ ব্যয় হইতে অনেকগুলি ছাত্রের বেতন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যাহাতে স্কুলটা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিতেছেন। ফলতঃ আমাদের এতদেশে প্রোক্ত ভূস্বামীর ন্যায় সম্প্রতিশালী ভূস্বামিকার আরো কয়েকটি আছেন। তাঁহারা বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কার্যে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করিলে এ দেশের কত উন্নতি হয় বলা যায় না।”

—প্রাপ্ত ডক সাহেব কলিকাতার আগমন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্ট হাউসে অধিষ্ঠিত করিতেছেন।

—গাইকাড় রাজ্যের খরচ তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিশন বসিয়াছে। পেলি সাহেব উক্ত কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং রিস সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

—এত গোলাযোগের মধ্যে বরদা রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। বোম্বাই টাইমস পত্রিকা বলেন, গাইকাড়ের সৈন্য দুই বৎসরের বেতন বাকি পড়িয়াছে। আবার বোম্বাই গেজেট বলেন, টাইমসের কথা মিথ্যা। গাইকাড়ের সৈন্যগণ তিন মাস বেতন পায় নাই।

—সারজেট ব্যালান টাইন সাহেব গাইকাড়ের পক্ষে কোর্চলী হইয়া আসিতেছেন। ইহাতে হংগেরী কাগজে সকলের ভারি ভয় হইয়াছে। বোম্বাই গেজেট বলেন, ব্যালান টাইন সাহেব হিন্দু আইন ভাল জানেন না, অতএব তাঁহার দ্বারা গাইকাড়ের কোন উপকার হইবে না। বোম্বাই গেজেটের সম্পাদক নিজে বুঝি গাইকাড়ের পক্ষে সমর্থন করিতে চাহেন।

—শুনা যাইতেছে প্রাপ্ত ডক সাহেব আগামী ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত কলিকাতার থাকিবেন, তৎপর স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

“কল্যাণি নগর নিবাসিনঃ”—আপনার পত্র খানি ছাপিবার আমাদের কোন আপত্তি নাই, বরং এরূপ পত্র প্রকাশ করা হওয়াই অনায়াস, কিন্তু আপনি একটা মন্তব্য করিয়াছেন। পত্র পোস্টাফিস এবং কোষিকার পোস্টাল ইনস্পেক্টর সম্বন্ধে আপনি লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই দুইটি বিষয় এবং আপনার নামটি আমাদের জানাইলে আপনার পত্র খানি প্রকাশিত হইবে।

শ্রী পার্শ্বস্য, জম্মিপুর—এখানে এক জন মেটিব ডাক্তার আছেন। ইহার নাম বাধন চন্দ্র মৈত্র কিন্তু পত্র প্রেরক বলেন যদিও ইহার নাম লাল চন্দ্র, কিন্তু রোগীর লালন কালে ইনি তত তৎপর নন! অনেক স্থলেই ইহাকে অকৃতকার্য হইতে দেখা যায় এবং পত্র প্রেরক আশঙ্কা করেন পাছে “শতে মারী ভবেৎ বৈদ্য সহস্র মারী চিকিৎসক” এই প্রবাদ ডাক্তার বাবুর দ্বারা কার্যে পরিণত হয়। পত্র প্রেরকের শুদ্ধ ডাক্তার

সারে চিকিৎসা করেন সে সম্বন্ধেও দুটি পাঁচটি কথা বলা কর্তব্য ছিল।

হরি চরণ চক্রবর্তী, মালকী, পাবনা—মুন্সীগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় “ভাদ্রোদাহ” কাব্যের নিমিত্ত ৫ টাকা পারিতোষিক প্রদান করার পত্র প্রেরক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

তা, দু, দারজিলিং—“সরোজিনী” নামক এক খান মাসিক পত্রিকার উপর বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এ পত্রিকা খানি বাহির করিবার উদ্দেশ্য কি? সরোজিনী পত্রিকা আমরা কখন দেখি নাই, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পারি না।

শ্রী কে, জোড়াদহা—যে ঘটনা প্রকাশার্থে পাঠাইয়াছেন তাহা তত্রলোকের পাঠ্য নহে। আর আপনি লিখিয়াছেন যে, দোণী ব্যক্তিকে ঝিনাইদহের মাজিষ্ট্রেট চারি বৎসরের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটরাও তিন বৎসরের বেশী কাহাকে ফাঁটকে দিতে পারেন না।

শ্রী হর চন্দ্র রায়স্য—পত্র খানির উপরে সুদীর্ঘ ছন্দে মোটা ২ অক্ষরে ‘আশ্চর্য্য সংবাদ!’ এই কথাটি নিখত হইয়াছে। আমরা কোঁতুহলাক্রান্ত হইয়া পত্র খানি পাঠ করিতে গেলম। পত্র প্রেরক তাহার পত্র খানি এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন “সম্পাদক মহাশয়, আমার নাম শ্রী হর চন্দ্র রায়। আমার পিতার নাম মহিমা চন্দ্র রায়। ইনি কয়েক মাস অতীত হইল, পরলোক গত হইয়াছেন।” তৎপর ইহার পিতার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৌজন্যের প্রশংসা করিয়া পত্র প্রেরক ইহার পিতামহের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন ও ইহার নাম কি এমন ক্ষমতা ছিল যে অল্পজ্ঞানী রোগীকেও বাঁচাইতে পারিতেন। ইনি ধনস্বত্বীর নিকট হইতে সাক্ষাৎ কি পরোক ভাবে বর প্রাপ্তি হইয়াছিলেন কি না পত্র প্রেরক সে সম্বন্ধে আমাদের কাছে কিছু বলেন নাই। পত্র প্রেরক তাহার গোষ্ঠির বর্ণনা এখানে ক্ষান্ত দেন নাই। তাহার পিতার কয় জন ভ্রাতা আছেন এবং তাহারা তাহার প্রতি কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেন তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। এত খানি লিখিতে পত্র প্রেরকের প্রায় চারি তলা কাগজ পুরিয়া গিয়াছে। তৎপর তিনি আশ্চর্য্য সংবাদের বিষয় লিখিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনাটি তিনি অপেক্ষার মধ্যে সারিয়াছেন। ইহার স্থূল মর্ম এই। ইহাদের প্রায়ে একটি গাভি একট বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসের মস্তকের উপর একটি অল্প হস্ত পরিমাণ জট উঠিয়াছে। পত্র প্রেরক চারি বার আমাদের কাছে অনুরোধ করিয়াছেন “সম্পাদক মহাশয়, আমার সংবাদটা অবশ্যই ছাপাইবেন, দোণাই আপনার।” আমরা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

প্রেরক।

পোস্টাল ইনস্পেক্টর কোলথার্ট সাহেবের আবিচার।

মোটা বেতনধারী সুতরাং বাঁহারা বড় লোক তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা যে সকল কার্য করেন তাহা প্রায়ই ভ্রান্তিশূন্য এবং বিচার সঙ্গত। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, আজ কাল পোস্টাল বিভাগের বড় লোকদিগের বৃত্তন রকমের বিচার দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মন হইতে দিন দিন সে বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই জানিতাম যে, যে সকল ভূতা কর্মী, নিদোষী,

সকল ভূতাই প্রভুর নিকট প্রকৃত আদরের এবং পুরস্কারের পাত্র। কিন্তু অধুনা দেখিতেছি যে, আমাদের পোস্টাল বিভাগের কতকগুলি বড় লোকদিগের কমল নয়নে এরূপ ভূতারাই বালুকা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাণাঘাট, শান্তিপুর এবং উলা এই তিনটা স্কুলনগর জেলার মধ্যে গণগ্রাম। সুতরাং এই কত্র স্থানে বে কত্র পোস্টাফিস আছে তাহাতে কার্যও বিস্তর। এমন কি এই সকল স্থানের ডেঃ পোস্টমাফটারদিগের সময়ে সময়ে কার্য বাহুল্যে উপযুক্ত কালে স্নানাহারও হইয়া উঠে না। এমন স্থলে এই সকল কর্মচারীদিগের বেতনের সম্বন্ধে পোস্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষীদিগের একটু বিবেচনা করা উচিত। কেননা তাঁহাদিগের যে বেতন নির্ধারিত আছে তাহা কখনই তত্রলোকের এতাদৃশ পরিশ্রমের উপযুক্ত নহে। কিন্তু সে বিবেচনা দূরে থাকুক প্রত্যুত ইতি পূর্বেই সকল ডেঃ পোস্ট মাফটারদিগের যে বেতন ছিল তাহা হইতেও কমান হইতেছে। কিছু দিন হইয়া উলার ডেঃ পোস্ট মাফটারের ২০ টাকা বেতন হইতে ১০ টাকা করা হইয়াছে। আবার শুলিলাম, যে, ক্রম নগর বিভাগের ইনস্পেকটিং পোস্ট মাফটার কোলথার্ট সাহেব স্বল্প বিবেচনা করিয়া রাণাঘাটের ডেঃ পোস্ট মাফটারের ৪০ টাকা মাত্র বেতন হইতে ১০ টাকা কর্তন করিয়া কুষ্টিয়ার ডেঃ পোস্ট মাফটারের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন। কুষ্টিয়ার ডেঃ পোস্ট মাফটারের কার্য বিস্তর। সুতরাং তাঁহার বেতন বৃদ্ধি উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু কোলথার্ট সাহেব যে কি বিবেচনা রাণাঘাটের ডেঃ পোস্টমাফটারের বেতন কমাইলেন তাহা ত আমাদের ন্যায় সামান্য জ্ঞানের বিদ্যা বুদ্ধি রক্ষণোচিত। ক্রম নগর জেলার ভিতর রাণাঘাট একটি প্রধান সব ডিবিজন। এখানে কত্র বর সমৃদ্ধিশালী জমিদারের বাস স্থান, এখানকার অধিবাসীর সংখ্যাও প্রায় নয় দশ হাজার, এতদ্ভিন্ন রাণাঘাট হইতে এক খানি স্ববাদ পত্র বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং এখানকার পোস্ট অফিসের কাজ যে কত অধিক তাহা এক জন পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক বালকেও সহজে অনুভব করিতে সমর্থ। আবার বিঘত ১ লা ডিম্বের মাদ হইতে রেল গাড়িতে রাত্রিকালে রাণাঘাটে যে ডাক বাতায়ত করিবার নিয়ম হইয়াছে তন্নিমিত্ত ডেঃ পোস্টমাফটারকে প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগরণ করিতে হয়। ইনস্পেকটিং পোস্ট মাফটার তবে কি এই সকল পরিশ্রম হিসাবের পুরস্কার স্বরূপ এখানকার ডেঃ পোস্টমাফটারের বেতন কমাইলেন? সম্পাদক মহাশয়, কেবল যে এখানকার ডেঃ পোস্টমাফটারের বেতন কাটরা এ বিভাগের বিধাতা পুস্তকের লেখনী নিরন্ত হইয়াছে তাহাও নহে। আবার অফিসের কায বাড়িল দেখিয়া এক জন পিওনের সংখ্যাও কমান হইয়াছে! বাহা হউক আমরা পোস্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষীদিগকে অনুরোধ করি যে রাণাঘাটের ডেঃ পোস্টমাফটারের প্রতি তাঁহারা একটু ক্রম নয়নে দৃষ্টিপাত করুন। এখানকার বর্তমান ডেঃ পোস্টমাফটারের কার্য শৃঙ্খলতা ও গুণে প্রামাণ্য সকল লোকেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং এতাদৃশ কার্য কুশল তত্রলোকের প্রতি এরূপ ঘোর আবিচার অতীব হৃৎখর বিষয়।

রাণাঘাট। একান্ত বশম্বদ
২৭ মে জানুয়ারি ১৮৭৫। জর্নৈক প্রামবাসী।

উদ্ধৃত।

বান্দালীর বাহবলের আবশ্যকতা। (নাথারগীর প্রাপ্ত পত্র)

পৃথিবীস্থ সকল ব্যক্তির, সকল জাতির, সকল জীবের পক্ষেই যে শারীরিক বল আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করা কর্তব্য। তথাচ আজ কালি কতকগুলি লোক বলিয়া থাকেন যে “বান্দালিদের বাহবলের আবশ্যকতা নাই”। বঙ্গদেশে এই বৃত্তন জীবনের সঞ্চার হইতেছে, অনেকেরই শারীরিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ সময়ে ও রূপ কথায় (সকলে না হউক, অনেকে না হউক) কেহ কেহ যে ভ্রান্তপ্রমাণ

সম্পূর্ণাঙ্গের নিকট আমাদের কর যোড়ে নিবেদন যে তাঁহার নিজ বাহু বাহা স্বয়ং করণ, অল্পদে তাহারা উচিত করিয়া করিয়া করিয়া, তাঁহাদিগকে কেহই বিরক্ত করিবেন না; কিন্তু এই রূপ 'আজগুবি' মত গুলি সাধারণ সমাজ প্রকাশ করিয়া 'পরের যাত্রা ভঙ্গ' না করেন। আমাদের বাহুবলের প্রয়োজন নাই, ইংরাজ বাহাদুর আমাদের রক্ষা করিতেছেন' একথা বলিলে সম্ভবতঃ সাধারণ লোক হইতে পাবেন, কিন্তু ইহাতে যে কত জাতি কুটুম্বের অনিষ্ট করা হয় তাহা কি একবার উল্লেখ মতের প্রচারবর্গণ ভাবিয়াও দেখেন না? বাঙ্গালীর বাহুবলে প্রয়োজন আছে কি না তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতেছেন; তথাচ তৎ কল্পনা হই এক কথা নিম্নে বলিলাম।

১। বঙ্গ দেশে নানা সম্প্রদায় আছে, নানা জাতি-ভেদ নানা ধর্মাত্ম লোক দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যে আন্তরিক একতা নাই এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিতে সুরিধা পাইলে জ্বালাতন তাহা নকলই জানেন। এই রূপ অত্যাচার যে বাঙ্গালীদিগকেই অধিক সহ্য করিতে হয় ইহা কে অস্বীকার করিবেন? দৌর্ভাগ্যই আমাদের এ দুর্দশার একমাত্র কারণ। সুতরাং জন কতক নামকাটা গোঁরা আসিয়া, মছর শুদ্ধ স্বহস্ত, কাছাকে মারিল, কাছারও জিনিস পাই কাড়িয়া লইল, কাছারও অঙ্গরে গিয়া পুড়িয়া গেল, লোকের বাজার ঘাট বন্দ, স্ত্রীলোকের গর্ভ মান বন্দ। খিদিরপুরে সে দিন জন পাঁচ ছয় কিলিচি বাহা করিল তাহা কাছারও অগৌচর নাই। এক বার শুনা গেল জন কতক দস্যু ফকীর বেশে গ্রামে বেড়াইতেছে এবং লোকের বাড়ি ঘর কখন বা গ্রামকে গ্রাম ভূট করিতেছে। লাল বাজারে যদি একটা 'লোকাল' মাতান, হয় তবে বাঙ্গালীদের সে পথে আর চলিবার যো নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রের বাড়ির মাটে জরীপ শিখিতে গেলেন, কয়েক জন ফিরঙ্গী বালকের সঙ্গে বিবাদ হইল, বাঙ্গালী ভা, রারি উভয় মধ্যম প্রাপ্ত হইয়া কাঁদিতে সটক্লিক সাহেবের শরণ লইলেন। বাঙ্গালীদের এ রূপ অত্যাচার সহ্য করিবার উদাহরণ সহস্র পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর যদি শরীফ বল থাকিত, মনে সাহস থাকিত, হাত শক্ত হইত, বাঙ্গালী যদি বন্দুক, তলওয়ার, লাঠি প্রভৃতির ব্যবহার জানিত তাহা হইলে কি নিজের ঘরে বসিয়া তাহাদিগকে এ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হইত?

২। ও বল জাতির সহিত দুর্বল জাতির ঘনিষ্ঠতা হইলে দুর্বল জাতি ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজদের সহিত আমাদের দিনান নৈকট্য বাড়িতেছে। এখনও যদি আমরা ইংরাজদিগের তুল্য বল বীর্ষা পাইবার চেষ্টা না করি তবে যে আদিদিগের বিলুপ্ত হইতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবার এখন পর্যন্ত আমাদের সময় আছে। তাই বলি যাঁহাতে ইংরাজদের তুল্য বলিষ্ঠ হইতে পারি তাহার চেষ্টা এই সময় করা আমাদের অতীব কর্তব্য।

৩। বিলাতে কাছারও কাছারও মত যে ভারতবর্ষে একটি ইংরাজ উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। যদিও গণমাগেট অদ্যাপি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই তথাচ এটি ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে না এ রূপ বলি যায় না, বরং মতিবাহরই সম্ভাবনা অধিক। এ দেশে বাস করিতে হইলে অশিক্ষিত ছোট লোকই যে অধিক আদিবে তাহা আর সন্দেহ নাই। অশিক্ষিত ইংরাজ যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তাহা বোধ হয় আর বলিবার আব-শ্যক নাই। পত্র পত্র প্রহরী পূর্ণ কলিকাতাতেই যখন একটি 'গাং' 'কোপিন্দ' হল ছুল পড়িয়া যায় তখন সেই ক'টা ম'র গোরী যদি ঝাকে ঝাকে অরক্ষিত হইত তাহা কি প্রাণে ভীত হইত কি ভীত হইত। প্রাণে ভীত হইত, প্রাণে ভীত হইত। প্রাণে ভীত হইত, প্রাণে ভীত হইত। প্রাণে ভীত হইত, প্রাণে ভীত হইত।

সতীত্ব থাকা কঠিন হইবে। সম্ভবতঃ সাফাতে স্ত্রী, কন্যা, ভাগিনী প্রভৃতির অপমান দর্শনে অনেককে আত্মহত্যা হইতে হইবে। একথা গুলি এখন অমূলক উপন্যাসের ন্যায় বোধ হইতেছে কিন্তু অশিক্ষিত ইংরাজের পক্ষে ইহার কোনটিই হুঃনাধ্য নহে। হয় ত দুদিন পর ইং এই গুলি আমাদের চক্ষু দেখিতে হইবে। তখন উপায়? আদালতে বাইবে? সেখানে পাঁচ শত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য অপেক্ষা যে দুই জন ছোট কোর্টধারী "সুধিত্বের" কথা অধিকতর প্রশংসা, তাহার আর সংশয় নাই। সুতরাং সে পথেও কাটা। তখন এক মাত্র উপায় কেবল বাহা পাও তাহাই ফেরত দিবার চেষ্টা করা। চারি ঘর পরিবর্তে যদি দুই ঘা দিতে পার তাহা হইলেও উপদ্রবের অনেক লাঘব হইবে। তাই বলি বাঙ্গালীর নিশ্চলু থাকা উচিত নহে, শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হওয়া অতীব কর্তব্য।

৪। যে ইংরাজ জাতির প্রতাপের চিহ্ন এখন পৃথিবীর সর্ব স্থানেই দৃষ্টি গোচর হয় তাহারা ইং-কাল পর্যন্ত রোমকদিগের অধীনে ছিলেন, এবং বহু দিন পরাধীন থাকিতে তাঁহাদের বল, বীর্ষের অনেক লাঘব হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় এত না হউক, তাঁহারা অনেকটা দুর্বল ও নিরীহ হইয়া পড়েন। অবশেষে রোমকদিগের নিজ রাজা শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলে যখন তাঁহারা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন ইংরাজদের বেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল তাহা কাছারও অবদিত নাই। অতএব যখন সকল বিষয়েই আমরা তাহাকে দেখিয়া কাজ করি, তখন এ বিষয়টিতেও আমাদের ইংরাজকে দুর্দান্ত স্থল করা উচিত। ইউরোপীয় জাতি-দের আজি কালি পরস্পরের প্রতি যে রূপ মনের ভার তাহাতে তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় যে অধিক দিন থাকে এমত বুঝায় না। দুই দিন পরেই হউক আর চারি দিন পরেই হউক প্রবল সমরাগ্নি প্রজুলিত হইয়া সমস্ত ইউরোপ আলোড়িত করিবেই করবে। তখন সম্ভবতঃ ইংরাজগণ আপন দেশ লইয়াই ব্যস্ত হইবেন—আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাইবেন না। সে সময়ে আমাদের দশা কি হইবে, তাহা আমাদের এই বেলা ভাবা কর্তব্য। ভারতবর্ষের বলবতর জাতি মাত্রই আমাদের আন্তরিক যুগা করে, তাহারা সুরিধা পাইলে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে, "দেশীয় জাতীগণ" বলিয়া কিছুমাত্র "রোয়াণ" করিবে না। সুতরাং সে রূপ অবস্থা ঘটিলে বাহাতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই তাহার চেষ্টা এখন হইতে করিতে হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন "সে রূপ যদি না ঘটে"—না ঘটে ভালই, প্রস্তুত থাকার ক্ষতি নাই। অপিচ ইংরাজ-গণ আমাদের পরিত্যাগ করিলে অপরাপর রাজাদের মধ্যেও যে কেহ কেহ বাঙ্গালী অধিকারের চেষ্টা করিবেন তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। তখন আমরা অবাধে আর এক জাতির অধীনতা স্বীকার করিতে কি কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিব না? ইংরাজদিগের নিকট কি আমরা এত দিনে ইহা শিক্ষা করিলাম? পরাধীনতা যে কি আরা-মের জিনিস তাহা কি আমরা ৭৮ শত বৎসরেও জানিতে পারি নাই? অথবা যদি ইংরাজেরা এখনও শাসন গুণে আমাদের স্নেহভাজন হইয়া উঠেন—অধীনতার রেশ অনুভব করিতে না দেন—তবে টুনা হয় আমরা সে সময় তাঁহাদের সাহায্য করিব; তাঁহাদের অনুপস্থিতি কালে তাঁহাদের বঙ্গরাজ্য শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ক্রতজ-তার পরিচয় দিব। তাই বলি আমাদের বাহুবলের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি করা উচিত।

৫। বাঙ্গালীকে কি চিরকালের জন্যই এই ভাবে কাটা হইতে হইবে?—"বাঙ্গালী" শব্দ কি চিরকালই যুগা-নুচক গালি বলিয়া গরিগণিত হইবে? পাঁচ জনের মধ্যে এক জন হইতে কি আমাদের সাধ হয় না? কিন্তু ঘরের কোণে বসিয়া আজ পর্যন্ত কোন জাতিই প্রধান লাভ করিতে পারে নাই। যদি বড় হইতে ইচ্ছা থাকে পৃথিবী-বীর প্রধান জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ মনস্ত্ব উপায়ের চেষ্টা কর। দেশে বিদেশে যাতায়াত কর; নিজে নিজে জাহাজ চালাইতে শিখ। জাহাজ চালাইতে প্রথমতঃ শাসন চাই,

দ্বিতীয়তঃ জাহাজ চালান দুঃখের বন্দন নহে। এ বিষয় ও কষ্টমহিয় তা বিলম্ব করিবার শক্তি, তাহা হইলে শত্রুর ভয়ও আছে। তাই বলি, বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রয়োজন আছে!

উকীলদিগের দুঃবস্থা।
(সহচর হইতে)

বলদীয়াগণ পথে প্রহৃত হইলে বলাৎকার প্রহার করিয়া ঝাল ঝাড়িয়া থাকে। নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর প্রাচুর্য এবং নূতন ফৌজদারী কার্যবিধি হওয়াতে বিচারসংক্রান্ত কর্মচারীগণের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। প্রধানতম বিচারালয়ের শেখেরা ছিল, সব্ব বার্ণে পিককের সহিত তাহার অধিকাংশ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে; তাঁহাদিগের ক্ষমতা কত তাহা মর জজ ক্যাশেল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শাসন সংক্রান্ত কর্ম-চারীগণ অনেক সময়ে বিচারালয়কে অব্যাহত করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একটি বলদ আছে; ইত্যাগ উকী-লেরাই এই মহাজ্ঞুর প্রতিনিধি স্বরূপ। বিচারপতি-দিগের যে কিছু ক্ষমতা প্রকাশ উকীলদিগেরই পরেই থাকে। বারীফেররা শক্ত লোক, তাঁহাদিগের কাছে অগ্রসর হইবার যো নাই। এক জন বারীফের দুই বাটীকা পর্যন্ত জেরা ককন, কেহই তাঁহাকে কিছু বলেন না। কিন্তু এক জন উকীল কিছুকাল কথা বলিলে বিচার-পতিগণ অমনি ভ্রুভঙ্গি ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন। যত কড়া কড়ি উকীলদিগের বেলা। প্রধানতম বিচারালয় সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে যাঁহারা কমিটিতে পরীক্ষা দেন অথবা ১৮৭৪ অব্দের পর বিএল হইয়াছেন তাঁহার, যে জেলায় নাম লিখাইবেন, সে জেলা হইতে অন্য জেলায় কোন মকদ্দমা করিতে যাইতে পারিবেন না। যদি আবশ্যক হয়, তবে অগ্রে শেখোক্ত, জেলার জজের মত লইতে হইবে। এক জেলায় এক বার নাম লিখাইয়া যদি কেহ অন্য জেলায় কার্য করিতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমতঃ জজের নিকটে প্রশংসা পত্র হইতে হইবে। অন্ততঃ এক বৎসর কাল না থাকিলে এই প্রশংসা পত্র দেওয়া হইবে না।

এই দুইটা নিয়ম নিতান্ত যুক্তি ও ন্যায়-বিকল্প বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ভাব, এক ব্যক্তি হুগলীতে ওকালতি করেন; আলীপুরে তিনি কেধ সময়ে আসিতে পারিবেন না তাহার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। এক স্বহু থাকিলে কাছার কি হয় তাহা বিচারপতিগণ অনুগ্রহ করিয়া বলিলে সর্বসাধারণ বিশেষ বাধিত হইবে। এক জন পরীক্ষা দিয়া এক জেলায় আসিলেন। হয় ত (হয় ত কেন? ইহা প্রায়ই হয়) এক বৎসরের মধ্যে ইনি একটা ও মোকদ্দমা পাইলেন না। অথচ তিনি যদি আর এক জেলায় যান তাহা হইলে কিঞ্চিৎ উপাঞ্জন করিতে পারেন। জজ তাঁহাকে কখন কার্য করিতে দেখেন নাই; অতএব তিনি অবশ্যই প্রশংসা পত্র দিতে সক্ষম হইতে থাকেন। ইহার ফল এই হইতেছে যে হয় হতভাগা উকীল শুষ্ক জলাশয়ের বক হইয়া থাকুন, নচেৎ জজ মিথ্যা প্রশংসা পত্র প্রদান ককন। এই নিয়মে আরও একটা অনিষ্ট হইতেছে। অন্য দেশে ওকালতি স্বাধীন ব্যবসার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী উকীলগণ স্বাধীন নহেন। তবে যে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল পুর্বোক্ত নিয়ম নিবন্ধন তাহা যাইতেছে। সকলেই জানেন যে জেলার জজ বিরক্ত হইলে কোন উকীল পদ্যার করিতে পারেন না। জজ বিরক্ত হইলে আর রক্ষা নাই; তিনি প্রশংসা পত্র না দিলে কোন ব্যক্তি অন্যত্র যাইতে পারিবেন না। এই নিবন্ধন কেবল উকীলগণ নহেন এতদ্দেশীয় সর্ব সাধারণও বিরক্ত হইয়াছেন। বিচারপতিগণ অনুগ্রহ করিয়া কি এ নিয়মটা রহিত করিবেন? উকীলের সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সংখ্যা কম করিবার এটা প্রস্তাব উচিত নহে। নিবন্ধন হইয়াছে সত্য; কিন্তু সংখ্যা কম করিবার এটা প্রস্তাব উচিত নহে। নিবন্ধন হইয়াছে সত্য; কিন্তু সংখ্যা কম করিবার এটা প্রস্তাব উচিত নহে।

he is a lover of Justice, but his subsequent measures threw us again into total darkness. We mention below the series of blunders which His Lordship has committed in connection with the Gaikwar.

1st. The appointment of Colonel Phayre as Resident whose turbulent and boisterous nature was very well known. The report of the Commission must have informed Lord Northbrook the meddlesome and haughty disposition of the Resident. Why did not His Lordship remove the Resident when he gave respite to the Prince to correct his errors? Shall we give credence to the popular rumour that Lord Northbrook connived at the unlawful proceedings of the Resident? We have firm faith in his Lordship, and we hope he shall silence his calumniators by his justness.

2ndly. The punishment of the Prince before deciding his case. This is an instance of grave injustice. This pre-judgment clearly shows that the fate of the Gaikwar is sealed. Punishment is inflicted after the guilt has been proved. Why then the punishment precedes the trial? Is it a fact that our government is more eager to annex the territory of the Prince than to show justice towards him? The public apprehend that the forthcoming trial is but a sham show to deceive the foolish natives. The Commission for trial will consist of Englishmen, the only native, who will be admitted is noted for his sycophancy towards the English Government. The people of India pray for a native jury, but Government pays no heed to it, perhaps for fear that the decision of the natives may not turn out quite agreeable. Whatever course of justice the English rulers may adopt, it will be very hard to convince the natives that the poor prince has been justly punished. And they have just grounds of complaint. They see that a Hindoo Sovereign prince is denied even the common justice, which is shown to the meanest human being. And this act of injustice will plead in favor of the prince, even if a just punishment be awarded to him.

3rdly. To convert the charge of poisoning into a high crime of treason. The public suspect that there is some deep policy at work to ruin the Gaikwar, for is it possible for our intelligent rulers to confound one crime with another? Did he ever show any symptom of discontent towards the British Government? Our Government have on many occasions annoyed him, but he all along stood firm and faithful. What right our Government had to appoint a Commission, as they did, to institute an enquiry into the state of Baroda? Is not Baroda, according to human, if not to Anglo-Indian justice, an independent state? Could not the Prince resent the intrusion? But he acquiesced in all the hard conditions imposed upon him. Even at the very moment he was arrested, his expressions gave testimony to his faithfulness. He well knew that he was an ally and not a subject of the English Government. He well knew that our rulers had no right to sit in judgment upon him. He knew all these, still he submissively bowed down before the Paramount Power, which has brought such disgrace upon him.

4thly. The world is well aware that he was in mortal enmity with Col. Phayre and it might be that he made use of poison to get rid of his foe. But how this attempt against an officer can be Treason, we cannot understand, unless our reason, like that of our Government, be wrapped in prejudice. The conduct of the prince towards Sir Pelly proved that he does not hate the Residents as a class.

5th. The deposition of the Prince without sanction from the Home authority. Baroda was, at one time an independent Kingdom and, even now, it is enlisted among the protected states. Is there no difference between the possessor of the state and a common subject? Perhaps our Government was sure that the Home authorities would sanction their measures when there is a likelihood of acquiring such extensive territory. The imprisonment and deposition of the prince are measures in direct violation of the conditions of the solemn treaty, formed with the Gaikwar family. But when a strong power is determined to pursue a course of injustice, nothing can hinder it. Who says the morality of the world has improved? The open hostility of the bygone days is no doubt over, but in its place we find hypocrisy which is as much to be condemned as the other.

In conclusion, howsoever might Lord Northbrook be praised for his other acts, that his present measure has been an act of indiscretion and immature judgment is beyond question. It will remain as a stigma on his otherwise fair Indian administration.

THE SAME.

(Bangalore Examiner.)

Sir Richard M'kay is expected in Bangalore this day, and he will doubtless lose no time in repairing to Baroda to take part in, what may be justly characterised, one of the most extraordinary and deeply interesting State Trials of the age. It is not to be wondered at, that the whole circumstances of the Gaekwad's arrest have created the most absorbing interest throughout the Empire; and it does not need a monster meeting which took place at Poona on Wednesday last, to demonstrate that the action of Government throughout the rest of the drama will be keenly criticised from one end of India to the other. This was to be expected. Considering the dangerous tone of excitement pervading Native society, the state of almost total unpreparedness in which another rising would found the Government, and the absolute necessity to walk as warily and circumspectly as it were treading on gunpowder, we think that Lord Northbrook has evinced the soundest wisdom and discretion in directing Sir Lewis Pelly to assure the people of Baroda that come what may, that state shall not on any account be annexed to the British Dominions. Had he failed to give this assurance, and had any ambiguity been thrown over the future course of events, we believe that a most dangerous element of excitement would have been added to the present state of feeling among the Natives. Barely sixteen years have elapsed since that Proclamation was given to the world, which solemnly assured the Native Princes of India that annexation was henceforth and for ever more given up and whatever the wisdom of the present non-annexation policy may be, we certainly do not think the present is the time to reverse it, when the whole of India is seething with suppressed excitement from end to end, and when it is quite on the cards as the home papers are careful to point out, that Government which has no Native Army to rely on, and which is not in a position to place even a small force of 30,000 troops in the field, may at any moment be called to face as tremendous a crisis as that of 1857. We cannot afford to play fast and loose with the safety of the Empire at this time; and we accordingly think it is a positive blessing that that section of the Anglo-Indian Press which urges annexation as the only panacea for the ills that have overwhelmed the unhappy State of Baroda has no influence worth speaking of; and that Lord Northbrook is not so foolish as to be guided by such insane counsels. In point of fact, we do not believe the Government of India is strong enough to be in a position to cast to the winds, such obligations as it solemnly undertook to carry out after the whirlwind of the Mutiny had passed away. And were it possible for it to face about, as some of our contemporaries only too evidently desire, it would be a very long time before we heard the end of it.

THE SAME.

(From the Indu Prakash Bombay.)

When the Government of India in its Proclamation of the instant regarding Baroda has distinctly announced

that "in accordance with the gracious intimation made to the Princes and Chiefs of India that it is the desire of Her Majesty, the Queen that, their Governments should be perpetuated, and the Representation and Dignity of their Houses should be continued, a Native Administration will be re-established in such manner as may be determined upon after the conclusion of the enquiry, and after consideration of the results which such enquiry may elicit," those sons of Britain whose fingers are itching and whose mouths are watering at the splendid prizes for them or their brethren that Baroda would offer if it were to become a British province, are bawling at the top of their voice for the annexation of that State. Certain it is that these bawlers are not the men that have ever conserved large empires, nor are theirs the views that a far-sighted statesman can endorse for a moment. Theirs are the views of dishonest traders that know only to fatten themselves by any means—especially by swallowing the monies of those that come in contact with them. The criminality of the act they never trouble themselves about, to be true to plighted word they never know of, that they would be soon disgorged by a just Providence of their indigestible devourings is what their avaricious blindness never allows them to foresee. In their avaricious blindness to seize what tempts them, they use arguments, make assertions, and take things for granted which but for their blindness they would be ashamed to own. Observe what arguments are used and assertions made and things taken for granted to advocate the annexation of Baroda. The rights of the people are paraded with an implication that the said people clamour for being converted from Gaikwari into British subjects. It is taken for granted "that the intention at Calcutta is to find a male child of the Gaikwar family, put him on the throne, and keep the country under British management till he come of age," as is done with the Berars and Mysore at present. It is asserted with a brazen face that "there is hardly an Anglo-Indian and even an English statesman who does not now see that Sir Stafford Northcote did a grave injustice to the people of Mysore in promising to restore that province to its Rajas." Of course irresponsible anonymous writers have nothing to lose by bare-faced falsehoods or avaricious advocacy. So long as they think that they or their countrymen will be immediately benefited, they will talk any wild stories of the subjects wishing for British rule or the annexation, and striking such terror into the hearts of Baroda Native Princes as will place British India beyond all possibility of danger for all time to come. To such writers the grave sentiments contained in the following extract from a Despatch of Lord Canning's Government in the momentous period of 1857, are unknown:—

We have felt that neither the Government of India, nor any Government, can wisely punish in anger: that punishment so dealt may terrify and crush for a season, but that with time and returning calm the acts of authority are reviewed, and that the Government which has punished blindly and revengefully will have lost its chief title to respect of its subjects.

We have felt that the course which the Government of India may pursue at this crisis, will mainly influence the feeling with which, in time to come, the supremacy of England will be viewed, and the character of their rulers estimated by many millions of the Queen's subjects; we have therefore avoided to weaken by any impatience of deliberate justice the claim which England has established to the respect and attachment of the well-affected natives of India.

The creed of the annexationists seems to be very simple. England is almighty and will ever continue almighty. The use it should make of its power is to break the rocks of Native States that disfigure the fine face of the expansive plain of the British Indian Empire, and roll them down like metal by the massive roller of British intrigue or British bayonets. When this is done, they guarantee, against nature, that no volcanic eruptions will ever again disfigure the one level plain of the British Indian Empire, wherein the darling children of Great Britain will have endless scope to play forlissomely with the nigger Natives of India, as does the cat with the mice. This is their day dream, and the only obstacle to its realization is that there are dunces like Lord Northbrook at the head of Government who wake them out of it with a rude shake. Angry at it, they begin to talk and argue in all manner of ways. They bring forward the rights of the people of Baroda to advocate annexation. What people of Baroda have come to these self-constituted advocates with petitions in their hands, imploring their assistance for securing the inestimable boon of being converted into British instead of Gaikwari subjects? It does not matter with these writers that even the great Thunderer is forced to acknowledge that with all the faults of Native rule, its subjects are not willing to exchange their lot for becoming British subjects. They have a purpose to serve and they will talk of people's rights as an argument for annexation, however fully they may know that in making use of that argument they are telling the most barefaced falsehood. Then again, Lord Northbrook is charged, for the sake of present ease with creating endless complication for his successors, on the supposition, taken for granted, that at least for the next fifteen or twenty years, Baroda is to be ruled as the Berars and Mysore are at present. Before H. H. Malharrao's trial has taken place, these writers have already settled the future form of Baroda administration, and 'taken for granted' that it will be the form adopted by Lord Northbrook! Lord Northbrook explicitly pledges the re-establishment of a Native Administration in Baroda. The words RE-ESTABLISHMENT and NATIVE ADMINISTRATION are most significant and convey to our mind the conviction that the future administration will be really Native, that is, carried on by Native Agency. Even if H. H. Malharrao should be found guilty and be deposed, a thing not to be at all taken for granted at present, the most likely type of the future administration at Baroda will be that of Hyderabad at present by Sir Salar Jung. If this should be the form of administration, where as the complication that Mysore and the Berars are supposed to present? Writers that are uncontrollably angry at even breathing a suspicion that an English Officer might concoct a tale of poisoning for a purpose fear not to take for granted that the noble English statesman who is at the head of the Government of India at present, notwithstanding that he explicitly promises the re-establishment of Native Administration at Baroda, means really to keep the State in British hands at least for the next fifteen or twenty years, and leave it to his successors to fulfil his promise if they be so minded! If Lord Northbrook is capable of this, the Proclamation is not worth the paper it is written upon and his assurances are so many empty sounds in the wind. By such empty sounds, it is true, the Native Princes will not be deceived. If Lord Northbrook, therefore, is anxious, as we firmly believe he is, that his words should be trusted, the present talk of the annexationists should fully impress him with the importance of not falling into the error of planning the future administration of Baroda on the models of those of the Berars and Mysore, but literally to fulfil his solemn promise of RE-ESTABLISHING THE NATIVE ADMINISTRATION.

If there is any circumstance of consolation in the present cloud of difficulties and dangers which has gathered round His Highness Malharrao, it is the fact that he has secured Mr. Shastaram Narayan, and Messrs. Jefferson and Payne as his Native and English advisers. All that the ablest advocacy can do to secure a fair hearing for him at the hands of his Judges will be done.

of the Commission are narrowed to reporting upon evidence and confirming a arrived at by the Executive Government will have first to establish their legal independent Prince in treaty alliance Government upon the warrant of the Vic claim can be established on the principles Law as recognised by the best modern ju and no Judge will consent to act on the Com connection we are glad to see that Serjeant accepted the Gaikwar's brief. The claim Government is so great an innovation upon e that it must be sifted to the bottom and thor before it is enforced in practice as a matter c.

THE ENGLISH PRESS ON A NEW TO INDIA.

(From the Native Opinion Bombay)

All of a sudden a new source of danger Indian affairs is just now agitating the and the English Press has taken it up with shows how far, even in these days of steamers Indian affairs are capable of being misrepresented hills magnified into mountains, to the prejudice governors and the governed, India looks the United Kingdom as our only resource her wrongs redressed and her interests mer commercial and political, advanced. Any mis regarding her affairs in England, is an inju most vital part of her future hopes of adv civilization. With profound regret therefore stirring and sensational articles in English papers on the danger result of the Holkar and the Scindia, I there, would have been an exec warning. The phantom this mon mind in England is nothing less of the now, we fancy, for-ever-d In the recent meeting of their Indore, the London Times sees an former jealousy and hatred of e the main cause of the success as if the superior politics and men, and the prestige which has from the very beginning play, had nothing to do with the Indian Empire. The arrest and man calling himself the Nana of disaffection of Scindia's troops seem to have aroused the En distrust, lest the alleged activ might be misused. To confuse a from their usual apathy regardin correspondent of the Times his letters to that paper, th was not able, if an occasion a men into the field and that the army was out gear. It does wish at present to see, what tr the Times' Indian correspondent as it is, coupled with the Tim meeting of the Scindia and t on other papers, and while ever here, a storm was raised in Eng disaffection was surging the co principalities of their chiefs. I heads his article on the subj Maratha country", whilst the P ahead in India." If a cloud w country or any other part of seen from the Indian ship, s would not have allowed their march on them. The note of first in India and the to say, the sound of w when there is, we t The meeting of the Sc circumstances did in make bold to say, just papers as have app there is now more pe than at any time for of the political activi principal states is laid a cracker and its prin Whether "the warn to the mismanagem "more than a local fact, that His High himself up at the the least, show of r figure was raised by was carried from the the warning given to local significance," s so quietly as they ha no such a positive a adduce, in order t "political activity" "conscience" nor, Rajput, Sikh or Musa stated, the writer insinuates. On the contrary it is n exaggeration native states are, day by day, sinking in res political influence and independence to a lower level. The Times is charitable enough to suppose reviving energy of the Native Princes only an awakening of the princely conscience to sibilities of Government and its result may be an in the condition of the governed." But it sa uncertain." But is there any ground furnis Mutinies, that the supposed activity in the nativ likely to be diverted in any other direction th the responsibilities of government. If not, it is n to say the least of it, to suspect and impute mot native princes are found moving with a little mo than is their won in the right direction. Let idleness is being lashed out of the native prin political representatives of the Government at th and whenever a chief is found too thick skined to whip, he is deposed or his estate is attached. T and Holkar should see each other was in the circumstances of these days of railways and te the meeting were arranged for any sinister moti not have taken place with so much eclat and has been the case. There is no political activity, of the kind meant by the writer in the Time native states, in the country of the Marathas, other part of India. There is indeed a kind of u it by any name you please, observable all over t but that is nurtured by the English hand and is more than a century of English rule, at least of on this side of India. To mistake this for the activity meant by the Times is to sap and tal future hopes and prospects of the millions of t

সংবাদ।

সাধারণী" পত্রিকা হইতে নিম্ন লিখিত
কর্তৃক জনক পদ্য গ্রহণ করিলাম। ইহা
পাইবে যে সাধারণতঃ এদেশীয় সংবাদ
র গ্রাহকগণের কিরূপ মমতা।

গ্রাহকের গুণ, পড়িতে আশ্রয় দড়।

ম, পৈসাদিতে ক্রেশ, মনের আক্ষেপ বড়।

শ্রী 'সিন্দু' 'হিন্দু' এক যদি হয়।

পাসকে 'তবে ভেদ কেন রয়।

ক কি ওব রীতি।

ক এ কোন নীতি।

চয়, শুন গ্রাহক নিচয়।

চাকা মাল জানিহ নিশ্চয়।

চাও, শুদ্ধ ভাষ্য ছাই রে।

ধ পের, হেন লোক নাই রে।

রীতি, যেই রীতি, কাল।

নয়, কিছু হয়, ভাল।

কহে মূল্যটা দে।

য় টাকা কটা দে।

হয় হর্ষ মনে।

তে সংবাদ পাইয়াছেন
রিং প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

র রেভিনিউ কমিসনার
বেতন পাইবেন।

সাহেব কোর্টলি দিগের
ইয়ে গিয়াছেন। গবর্ন-
াছেন, শূনা যাইতেছে

।

টি সাহেব গবর্নমেন্টের
গায়াদের বিচারের জন্য

দিন কোর্টলি দ্বয় প্রতি
বন।

ক ব্যক্তি একটি
নী য়ত

সে য়ত
সকসের
কাও হত

কোয়াড়ের
হুমূল্য ড্রবা

য়াছেন।

সরস্বতী
ব্রাহ্মদিগকে

য়া গিয়াছেন। আবার তাঁহার ভ্রাতৃ-
দিয়া এক ব্যক্তি ঢাকায় উপস্থিত

ক একটি লোকও আছে। ইহার বিদ্যা
র না। ইনি কথায় বেদোচ্চারণ করেন।

রানন্দ সরস্বতিকে নাস্তিক বলেন। ইনি
স্ব স্বর প্রণীত বলিয়াই স্বীকার করেন।

ভদ মানেন না। ইনি বলেন ৯ লক্ষ টাকার
তাগ করিয়া কেবল দিগিজয় করিবার

ন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।
আলাপ করিতে পারে তিনি ঢাকায় এমন

ও পাইতেছেন না। একে এদেশে বেদের
ক প্রকার নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না,

নয়ার কোন পণ্ডিতেরই মতামত নাই,
কহারো এখানে থাকিবারও

র না। তিনি হারি কুম্বপুর গমন করেন। তাঁ
নেক স্থানে আলাপ করিতে পারিবেন। সাম-

হার সিদ্ধান্ত বুঝির পরিচয় হইবে। আ-
প্রকাশ করিতেছেন যে তিনি সাধারণ ওষধ

ঠিন রোগ চুরি করিতে

লক্ষ টাকা পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কথা প্রকাশ
করার সার্থকতা কি?

—পেলি সাহেব গাইকোয়াড়ের কন্যার সম্পত্তি
সকল ক্রোক করেন, কিন্তু তিনি উহা ছাড়িয়া দিতে
বাধ্য হইয়াছেন। রিফর্মটন সাহেব উক্ত সম্পত্তির
ভার লইতে বরদার গমন করিবেন।

—শূনা যাইতেছে, কমিয়ার সম্রাট বায়ু পরিবর্ত-
নের নিমিত্ত কিরাটি নামক স্থানে যাইবেন। তিনি
নাকি হুকুম দিয়াছেন যে তাঁহার গমনের পূর্বে সমু-
দর যিহুদী যেন কিরাটি হইতে বহিস্কৃত হয়।

—বরদা হইতে, ২৪ শে জানুয়ারি তারিখে নিম্নোক্ত
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পেলি সাহেব গাইকোয়াড়ের
বিপক্ষীয় সাক্ষীদিগের জবানবন্দির সমুদয় কাগজ
পত্র তাঁহাকে দিয়াছেন। স্মৃটার সাহেব অত্যন্ত
চেফা করিতেছেন কিসে গুপ্ত হীরা, মণি, মা-
নিক্য বাহির করিতে পারেন। পেলি সাহেব জমি
সংক্রান্ত বন্দবস্ত করিতে প্রবর্ত হইয়াছেন। তিনি
তাহার অধীনস্থ কর্মচারিদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে,
তাঁহার মিষ্ট কথার দ্বারা প্রজাদিগকে বশ করেন।
তিনি জমিদারদিগের সহিত কর সম্বন্ধীয় নানা পরামর্শ
করিতেছেন। পেলি সাহেব গাইকোয়াড়ের সেনাপ-
তির পদ উঠাইয়া দিয়াছেন। বরদার কেবল হাংকার
শব্দ। গৌরা সৈন্য যাইয়া বরদা পরিপূর্ণ করিয়াছে।
সত্বর আরো সৈন্য যাইবে।

—জামেকা দ্বীপে একটি ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত
হয়। সমুদয় শস্য নষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ সত্বর অতিশয়
অন্নকষ্ট আরম্ভ হইবে।

—এক জন জার্মান পণ্ডিত কপূরের একটি অদ্ভুত
শক্তির বিষয় পরীক্ষা করিয়া অতিশয় কৃতকাষ্যতা
লাভ করিয়াছেন। পূর্বে কোন এক জন পণ্ডিত প্রকাশ
করেন যে, কপূর মিশ্রিত জলে বীজের উৎপাদিকা
শক্তি বৃদ্ধি করে। অনেকে ইহা জানিতেন, কিন্তু কেহ
পরীক্ষা করেন নাই। পূর্বোক্ত জার্মান পণ্ডিত কতক
গুলি পুরাতন কলাই লইয়া, অন্ধকাংশ জলাভিসিক্ত
কাগজের মধ্যে এবং অপর অন্ধাংশ কপূর মিশ্রিত
জলাভিসিক্ত কাগজের মধ্যে রাখিলেন। কিছু কাল
পরে দেখা গেল যে, যে কলাই গুলি কপূর মিশ্রিত জলে
সিক্ত করা হয়, তাহার সকল গুলিই অঙ্কুরিত হইয়াছে।
কিন্তু শুদ্ধ জলে যে গুলি ভিজান হয়, তাহা প্রায়ই
অঙ্কুরিত হয় নাই।

—পিপিলিকা, উর্গনভ আশুলা প্রভৃতি কীট সমূহকে
নষ্ট করিবার একটা উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা
আর কিছু নয়, কেবল ফিটকিরি মিশ্রিত উষ্ণ জল।
বাস গৃহে পিপিলিকা প্রভৃতি যে সকল কীট থাকে,
সকলই ইহা দ্বারা নষ্ট হয়। দুই পাউণ্ড পরি-
মাণ ফিটকিরি তিন কিংবা চারি পাউণ্ড জলে মিশ্রিত
করিয়া অল্পাংশে স্থাপন করিতে হয়। যত ক্ষণ ফিট-
কিরি জলে ভাল না মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ এই ভাবে
রাখ। শেষে ঐ জল ক্রসের দ্বারা গৃহের সর্বত্র
দাও। চুনকাম করিবার সময়, চুনে ফিটকিরি মিশ্রা-
ইতে পারে। আশুলা চুনকামের নিকট কখন
যাইবে না।

—প্রিন্স বিসমার্ক প্রকৃত প্রস্তাবে জার্মেনির
সম্রাট। তাঁহারই বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি কোঁপলে প্রুসিয়া-
নরা ফরাসীদিগকে পদানত করেন। কিন্তু তবু বিসমা-
র্কের উপর তাঁহার দেশীয় লোক সম্ভ্রত নন। এমন কি
অনেকে তাঁহার জীবন নাশ করিতে উদ্যত আছেন।
জার্মান পুলিশ এই নিমিত্ত বিসমার্ককে সতর্ক করি-
য়াছেন যে তিনি যেন একাকী ভ্রমণ না করেন। তিনি
প্রত্যহ একটি বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। পুলি-
শের কথা ক্রমে তিনি বেড়ান ক্ষান্ত দিয়াছেন। তিনি
আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশের নিমিত্ত এত
করিয়াও তিনি কাহারো কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পা-
রিলেন না, এমন কি, তাঁহার স্বাধীনতা পর্যাস্ত
লোপ হইল।

—হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, ওরাসিলেতের
ডিক্রিতে যদি

হইলে ডিক্রি জারির সময় ওরাসিলেতের দকন স্মদ
পাওয়া যাইবে না।

—ফরাসিরা একটা বৃহৎ ব্যাপারে প্রবর্ত হইয়াছেন।
তাঁহার ভূমধ্যসাগর হইতে জল লইয়া সাহারা মরুভূমি
জলময় করিবেন। কাপ্তেন রোডের সাহেব জমি মাপ
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—জরিপের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে কমিয়ার রাজ্যের
পরিমাণ ফল ২০০১১০ ক্রোশ, অর্থাৎ উহা সমুদয় পৃথি-
বীর ষষ্ঠাংশ। কাসপিয়ান এবং আমুর মধ্যস্থ জমি সমুদয়
মাপ করা হইতেছে।

—পুষ্কব এবং স্ত্রীলোকের ভারত সম্বন্ধীয় এইরূপ তা-
লিকা পাওয়া গিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় বালকের
ভারত গড়ে সাড়ে ছয় পাউণ্ড। এবং বালিকার গড়ে
সোয়া ছয় পাউণ্ড। ২০ বৎসরের পুষ্কবের ভারত ১৪০
এবং স্ত্রীলোকের ভারত গড়ে ১২০ পাউণ্ড। ৩৫ বৎসরে
পুষ্কব গড়ে ১৫২ পাউণ্ড এবং স্ত্রীলোক উহা অপেক্ষা কিছু
কম ভারি। ৫০ বৎসরে স্ত্রী লোক ১২৪ পাউণ্ড ভারি হয়।

—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়ারলণ্ডে ১৩৭ খানি
দৈনিক পত্রিকা বাহির হইতেছে, ইহার মধ্যে লণ্ডন
নগরে ২১ খানি এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে ৭৮ খানি।
স্কটলণ্ডে ১৫ খানি, আয়ার লণ্ডে ১৮ খানি, এবং ওয়েলসে
দুই খানি।

—ইংলণ্ডে অনেক লোক অতিশয় শীত বশতঃ মৃত্যু
গ্রাসে পতিত হইতেছে। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডন-
নগর প্রান্তঃ হইতে সন্ধ্যা পর্যাস্ত পীতবস্ত্রের গাঢ় কুঞ্জ-
ঝটিকার আবৃত ছিল। চতুর্দিক কেবল অন্ধকারময়।
নগর বাসীরা গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহ কর্ম্মাদি সমা-
পন করে। রাজপথে আলোক দেওয়া হইয়াছিল, তবু
অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছিল না।

—বাকুড়ার আফিসিয়াটিং জজের বিকল্পে হাইকোর্টে
এবং বেঙ্গল গবর্নমেন্টে দুই খানি দরখাস্ত পড়িয়াছে।

—পাদরি শ্বিথ সাহেব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।
ইনি বারাগসিতে অনেক দিন পাদরির কার্য করেন।
গত ১লা জানুয়ারি তারিখে, ইলিং নামক স্থানে একটি
পুলের নিচে তাঁহার মৃত্যু দেখ পাওয়া যায়। বোধ
হয় তিনি পুল হইতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া-
ছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অত্যন্ত পীড়িত থাকেন।

—বোম্বাইতে অত্যন্ত শীত হইতেছে। মৃত্যু সংখ্যাও
ভারি বৃদ্ধি হইয়াছে।

—স্মৃটার সাহেব গাইকোয়াড়কে দোষী সাব্যস্ত করিতে
২৫ জন সাক্ষী জুটাইয়াছেন। মহারাজা গাইকোয়াড়
ইহা শুনিয়া বলিয়াছেন যে, ২৫ জন কেন, প্রত্যেককে
১৬ টাকা করিয়া দিলে চের সাক্ষী জুটান যায়।

—বরদার গাইকোয়াড়ের ড্রবা দি বে তল্লাস হইতে-
ছিল তাহাতে ক্ষান্ত দেওয়া হইয়াছে। এক জন ব্রাহ্মণ
বরদা হইতে রেলগয়েতে উঠিতে ছিলেন। পোলিস
তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া কতক গুলি অখাদ্য খাদ্য ড্রবা
প্রাপ্ত হন। লাভের মধ্যে ব্রাহ্মণ বেচারীর জাতি
গিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহার আর উদ্ধারের উপায়
নাই।

—পেলি সাহেব বরদার সন্দর্ভদিগকে বলিতেছেন
যে, ইংরেজ গবর্নমেন্ট কখনই বরদা রাজ্য লইবেন না।
সন্দর্ভেরা পেলি সাহেবের কথায় বাঙালি সন্তোষিত করেন
নাই।

—গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি দামুদার
প্রায় কাগাগারে আছেন। তিনি নাকি অনেক গুপ্ত বিষয়
ব্যক্ত করিয়াছেন।

—মোও পোলিসের ইনস্পেকটর হিগিন সাহেব
বলেন যে গাইকোয়াড়ের এক জন লোকে খন্দরাওকে
গুলি করিতে তাহাকে অনুরোধ করে। হিগিন সাহেব
এত দিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন?

—গাইকোয়াড়ের বিচারের নিমিত্ত যে কমিসন বসিবে
তাঁহাতে সম্ভবতঃ দেশীয় কএক জন রাজা গৃহীত হই-
বেন। এটা কতদূর সত্য আমরা জানি না। তবে এ
দেশীয়েরা এই প্রার্থনা করাত্তে লর্ড রথক্রব
ইহাতে

—বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শিলালি গ্রামে একটি অতিরিক্ত পোলিস ট্যাক্স বসিয়েছে। সেখানকার লোকেরা অতিশয় কলহপ্রিয়, তজ্জন্য এক জন হেড কনফেবল এবং কয় জন কনফেবল তথায় রক্ষিত হইয়াছে। উহাদিগের বেতন এবং অন্যান্য খরচের জন্য ২৭ টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে আদায় করা হইতেছে।

—পিওনিয়ার সংবাদ পত্র বলেন যে, বরদার লোকেরা গাইকোয়াদের পদচ্যুত করাতে গবর্ণমেন্টের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। বরদাবাসীরা হউক না হউক, পিওনিয়ার যে ছন্দ নাই সেটি ঠিক।

—ইংরেজ এবং ফারাসিদিগের মধ্যে যে কত প্রভেদ তাহা এই ঘটনা দ্বারা প্রকাশ হইবে। ইংরেজ বণিকেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বোম্বের কল সমুদয় উঠিয়া যায়। কিন্তু ফারাসিদিগের সদাশয়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চন্দননগরে কতক গুলি কাপড়ের কল আছে, তাহার উহাদিগের জীবিকার সংবন্ধনের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইহাদিগকে বৎসর বৎসর ৪০,০০০ টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংরেজেরা কি উপায়ে বোম্বের কলের উপর কর স্থাপন করিবেন, তাহার অনুসন্ধান ব্যস্ত আছেন।

—সম্প্রতি যে শিলালি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহাতে তামাক, তিসি এবং সরিষার অনেক আনিষ্ট হইয়াছে। তত্রাচ এ বৎসরের রবি খন্দ মন্দ হইবে না।

—স্থানে স্থানে বিষ প্রয়োগ দ্বারা ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু হত হইয়া থাকে। কোয়াস্টুরের মার্জিফেটের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, গত বৎসর তথায় ৯৩টি ব্যাঘ্র এবং ৩২টি পান্থার হত হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশকে বিষ খাওয়াইয়া মারা হয়। পূর্বে বিষ দ্বারা অনেক মনুষ্য হত হইত, কিন্তু গত বৎসর কোয়াস্টুরে কেবল একটি লোক বিষ পান দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করে। মুচি প্রভৃতি ইতর লোকেরা এই উপায়ে গরু এবং মহিষ বধ করিত এবং তাহাও ক্রমে ক্রমে কমিয়াছে।

—মহীসুরে সুবর্ণচূর্ণ, লৌহচূর্ণ ও নানা প্রকার মূল্যবান পাথরের খনি আছে। তথাকার প্রধান কামিসনর লিখেন যে, মহীসুরে লৌহের অসংখ্য খনি আছে। এত দিন পরে ইংরেজেরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

—৯ই জানুয়ারি তারিখে যাকুব খাঁ এবং তাঁহার ভগিনীর সহিত এই রূপ কথাবার্তা হয়। প্রথমতঃ যাকুব খাঁ বলেন যে তাঁহাদের পিতার দোষে দেশ এর গোলোযোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং সহজে এ গোলোযোগ কখনই মিটিবে না। তাঁহার ভগিনী পিতাকে নির্দোষী বলিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। যাকুব খাঁ দোষ স্বীকার না করিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের বিমাতা (আবদুল্লাজানের মাতা) স্বত বিবাদের মূল। তৎপরে ভগিনী বলিলেন যে, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাকুব খাঁ আর যাকুব খাঁকে পিতার নিকট মাপ চাহিতে লিখুন। যাকুব খাঁ বলিলেন যে পত্র লিখিলে আর যাকুব খাঁ বিশ্বাস করিবেন না। তিনি তাবিবেন যে তাহাদের পিতা দুর্ভাগ্য করিয়া এরূপ পত্র লিখিয়াছেন।

—অবোধ্যার অন্তর্গত মীতাপুর নামক গ্রামে একটি তামসিক ঘটনা হইয়াছে। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের উপর রাগ করিয়া যাহাতে মৃত্যুর পর সে কিছু না পায়, তজ্জন্য অপরিমিতরূপে ব্যয় আরম্ভ করিলেন। তিনি বৃহৎ চারিটা হস্তি খরিদ করিয়া তাহাদিগকে বর্ণ অলঙ্কৃত বস্ত্রের দ্বারা সুশোভিত করিলেন। তাহার বধীশ সমুদয় পিঁয়াদা সিপাহী এবং অন্যান্য ভৃত্যদিগকে বহু মূল্যবান বস্ত্র সমৃদয় দিলেন। নিজের মস্তকে এক সুবর্ণ মুকুট স্থাপন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার অর্থ নিঃশেষ হইল না। পুত্র চিটারালয়ে নান্দিস করিল, কিন্তু বিচারপতি ছকুম দিলেন যে তাহার পিতা স্বেপাভিক্ত অর্থ ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। একটি মেলা উপস্থিত হইল। বৃদ্ধের অর্থ আমোদের ব্যয় হইল না। তিনি একটি অশ্বের ঠে একটি

চলিলেন এবং পাশ্চাত্ত লোকদিগকে অনেক টাকা দিতে লাগিলেন। পুত্র পুলিশের সাহায্য লইয়া আবার টাক সহ বৃদ্ধকে ধৃত করিল। বৃদ্ধ অত্যন্ত দুঃখের সহিত অগত্যা মেলা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দোকান দারেরা ও দুঃখিত হইল, কারণ বৃদ্ধের টাকা অপব্যয় হইলে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই।

—ইংলিশমান বলিয়াছিলেন যে বারিস্টার উডরফ সাহেব বরদায় গমন করিবেন, কিন্তু তদ্যাপিও তিনি গমনের কোন উদ্যোগ করেন নাই। বোধ হয় উডরফ সাহেব বরদায় যাইতেছেন না।

—বোম্বাই টাইমস বলেন যে, সার সালার জঙ্গ বাহাদুর বরদা কমিসনের এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। সালার জঙ্গও ইংরাজদিগকে অত্যন্ত খোসাচোদ করিয়া চলে।

—গবর্ণর জেনারেলের নিমন্ত্রণসারে বাবু কেশব চন্দ্র দেন এবং বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, গ্রাণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন।

—মসিউ পাচিলো নামক কামিয়ান ভ্রমণকারী একজন পঞ্জাবে আছেন। তিনি পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমস্থ পার্শ্বীয় দেশ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আপাততঃ কাশ্মীরে যাইতেছেন, তৎপরে টারখান্দ নগরান্তিমুখে যাত্রা করিবেন।

—রাজকোটে এক জন দীর্ঘাকার মহারাষ্ট্রীয় আসিয়াছে। ইহার বয়সক্রম ২২ বৎসর। ইহার দৈর্ঘ্য ৮ আট ফুট, অর্থাৎ পাঁচ হাতের কিঞ্চিৎ বেশী। রাজকোটবাসীরা দলে২ তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। এ ব্যক্তি প্রত্যেক দর্শকের নিকট হইতে এক পয়সা লইতেছে। চ্যাং নামক যে ব্যক্তি সে দিন কলিকাতার আসিয়া আপনার দীর্ঘ কলেবর দেখাইয়া বিস্তর টাকা লইয়া যায় সে ৭০ ফুটের বেশী নয়।

—গত বৃহস্পতি বারে পেলি সাহেব গাইকোয়াদের সৈন্যদিগকে বাকি বেতনের দকন ৮০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

—এক খানি বোম্বাই কাগজ বলেন যে, গাইকে রাড় কিছু মাত্র হত বুদ্ধি হন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেছেন যে, গবর্ণমেন্ট কেন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন? মত্ব বিচার হইবে শুনিয়া তিনি পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হয় না যে গাইকোয়াড় নির্দোষী?

—বোম্বাই টাইমস গাইকেয়াদের শয়নাগারের এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। গাইকেয়াড় একটি গবাক্ষ শূন্য কুঠিরিতে শয়ন করিয়া থাকেন। যখন মহারাজ তথায় থাকিতেন, তখন ঝাড়, লণ্ঠন, প্রভৃতি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। এখন মহারাজও নাই, ঘরও অন্ধকার। পালক প্রভৃতি অন্যান্য গৃহের আসবাব সুবর্ণ নির্মিত। মহারাজার নয়টা ছবি দেওয়ালারের নয়টা স্থানে সন্নিবেশিত আছে। মহারাজা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই দিকেই আপনার চিত্র দর্শন করিতেন। এক খানি বৃহদাকার দর্পণ সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে। উহা এরূপ ভাবে স্থাপিত যে মহারাজা পালকে বসিয়া আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। শয়নাগারে মহারাণী বিক্টোরিয়ার একটি প্রতিমূর্তি আছে। এতদ্ভিন্ন বিস্তর রূক ঘড়ি নানা স্থানে স্থাপিত রহিয়াছে।

—কামিয়ান রাজ্য ব্রহ্মদেশীয় রাজদূতদিগের সহিত দেখা করেন নাই। পারস্যের রাজা তাহাদিগকে সমুচিত সম্মান করেন। তাহাদের বাহ্যকার, আচার, ব্যবহার হাস্যজনক। পারস্যের রাজা ছকুম দেন যে, তাঁহার কোন প্রজা যেন তাহাদিগকে দেখিয়া না হাসে। পারস্যবাসীরা ব্রহ্মদেশীয় দূতদিগকে জ্বীলোক বলিয়া প্রথমতঃ তুল করে।

—টানা এবং ভায় প্রদেশবাসীরা সভ্য করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, সার সালার জঙ্গ, মধুরায় এবং নারায়ণ মান্দিলিয়কে বরদা কমিসনের সভ্য করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল নিকট মত্ব দরখাস্ত করা হইবে। ইহার পূর্বে সালার এইরূপ দরখাস্ত করিয়া বোম্বাই

প্রেসিডেন্সি গণ্য স্থান হইতে নিকট এই আবেদন যাইবে।

—জঙ্গ বাহাদুর, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার এবং ৫ জন ভ্রাতৃপুত্র লইয়া বোম্বাই গিয়াছে। ছয় রাণীর মধ্যে কেবল এক জন তাঁহার সহ যাইবেন। আর কয়েক জন নেপালে করিবেন।

—শুনা যাইতেছে গাইকোয়াদের বিপক্ষ পেলি সাহেবের বাটীর নিকট অবস্থিত দিবা রাত্রি অস্ত্রধারী সৈন্যেরা তাহাদিগকে করিয়া রহিয়াছে।

—মহারাজা সিদ্ধিয়া পুনরায় বিবাহ বিবাহ উপলক্ষে হোলকার মহারাজা নিমন্ত্রিত লণ্ডন টাইমস এ কথা শুনিতে অজ্ঞান হইবে।

—বোম্বাই গেজেটের বরদার সম্বন্ধ যে, পেলি সাহেবের কথাসূত্রে শুভ সিদ্ধিয়ার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধীয় কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে তাউ সিদ্ধিয়ার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধীয় কাগজ প্রকাশ করিতে যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহার ফেরার সাহেবকে বিব পান করান ঘটনার অর্থে কিনা। শুনা যাইতেছে গাইকোয়াদের প্রকৃত কাগজ গোপন করিয়া

দিয়াছে। যদি তাহা প্রকৃত

আর একটি মন্ত ফলার জুটি

—সারজাট ব্যালানটা গাইকোয়াদের পক্ষ সমর্থ এবং অন্য এক জন হাইকোয়াদের সাহায্য করিবেন।

—যাহাতে বরদার রা

মাগিকা এবং অন্যান্য

করিতে না পারে, তাহা

বসিবে। উহার প্রোসে

জন মহারাষ্ট্রীয়কেও উহ

রাছে।

—গাইকোয়াদের

নির্দোষী হইলেও আ

বাজেআপ্ত করিয়া ল

গাইকোয়াদের

বরদা রা

সাহেব ম

—গত

কলিকাতার

তোপ দা

সভার সভ্য

কর সম্বন্ধীয়

লাগিবে।

—হক নাম

পরিত্যাগ ক

দরখাস্ত করেন। তিনি বলেন যে, তাহার

এবং এই জন্যই তিনি বিচ্ছিন্ন হইতে চা

কর্তী অনুপস্থিত থাকে। স্বামী জমান

করেন যে তিনিও বিচ্ছিন্ন। বিচারপতি

মকদ্দমা ডিম্ মিস্ করিয়াছেন।

—শুনা যাইতেছে সাধারণের আবেদনসূ

কোয়াদের বিচারের জন্য সিদ্ধিয়া প্র

রাজাকে কমিসনের মধ্যে লণ্ডন যাইবে।

দের গুজব বলিয়া বোধ হয়।

—চীন দেশের সমুদ্র বসন্তরোগাক্রান্ত হ

প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ পুত্র টন চিন সিংহ

বিক হইয়াছেন।

—এক জন কর্মদক্ষ বরদা বাসীকে বরদ

মাছিক্রেটের পদে নিযুক্ত করা হইবে।

স্বযোগ্য দেশীয়দিগকে কর্ম দিবার জন্য গ

পেলি সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন। আ

গবর্ণমেন্ট আত চতুর। আপাততঃ দেশীয়দিগকে

দিয়া বরদাবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন, কি

পরে সমুদয় দেশীয়দিগকে তাড়াইয়া দিবেন।